বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(জনতা ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glosarry	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪৪
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৪৫-৪৮
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১৭/০৮/১৪২১ বঃ
০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর অধীনস্থ জনতা ব্যাংক লিঃ এর ২০০৮ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলনমাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ১৩/০৭/১৪২১ বঃ
২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

গ

Abbreviation & Glossary
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	(BTB) বিটিবি	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C (HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৩।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৪।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৫।	(ETP) ইটিপি	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	(FBPN) এফবিপিএন	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭।	(FBP) এফবিপি	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
৮।	FC (Account) এফসি একাউন্ট	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	(IDCP) আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	এলটিআর (LTR)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
১১।	(LIM) লিম	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
১২।	(PAD) পিএডি	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
১৩।	(LC) এলসি	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৪।	(PC) পিসি	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	(PSC) পিএসসি	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুন:তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।

২০।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬।	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
২৭।	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৮।	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৯।	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩০।	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি(হাইপো),সিসি(প্লেজ),প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:-লিম,এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
৩১।	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	স্থানীয় মালামাল ক্রয় বাবদ প্রদত্ত এলডিবিপি ঋণ ও লোকাল ডেফার্ড এলসির মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ফোর্সড পিএডি দায় সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭৩৬,৬৩,১৮,৮০০
২	বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে নর্দান পাওয়ার লিঃ এর অনুকূলে স্থাপিত আমদানি এলসির দায় পরিশোধ ব্যতিরেকে বন্দর হতে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণ এবং পিএডি দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১,৫৭,০০,৬৯,০০০
৩	খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও মেসার্স ম্যানচেষ্টার কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ কে নিয়মবর্হিভূতভাবে প্রকল্প ঋণ প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৪,২৮,৮১,১৪৭
৪	রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট পিএডি (বিবি) এবং পিসি ঋণসহ প্রকল্প ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৩,৯৯,৩৪,০০০
৫	পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে নুতন গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান, জাহাজীকরণ ও রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১২,১০,১৬,৭৭৪
৬	গ্রাহকের খেলাপী দায় থাকা,পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২,৬২,৫০,৮২০
৭	প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে থাকা সত্ত্বেও ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না করে বারবার কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করতঃ ঋণ নিয়মিত রাখা এবং ডিমান্ড লোন ও পিসি ঋণ আদায়ে ব্যথর্তা ও জামানতের তুলনায় দায় বেশি হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৩৩,৮৭,৭৭,০০০
৮	পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ না করে ঋণের টাকা বিতরণ, ঋণ মঞ্জুরীর পর হতে ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে বারবার পুনঃতফসিল করতঃ কিস্তি পরিশোধের সুযোগ প্রদানের পরও গ্রাহক কর্তৃক ঋণের কিস্তি ও সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬,৯২,৬৪,৫১৬
৯	অনিয়মিতভাবে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বারবার পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রেখে নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতার পুনরায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন (পিএডি) শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১১২,৭৫,৯৮,৩৫৭
১০	ক্রয়কৃত রপ্তানী বিল (স্থানীয়) অসমন্বিত থাকা অবস্থায় পুনরায় নতুনভাবে ক্রয়কৃত বিপুল পরিমাণ স্থানীয় রপ্তানী বিল মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘ দিন পরও আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮৪,৬৫,০৮,৭৯০
১১	অনিয়মিতভাবে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বারবার পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রেখে নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন (পিএডি) শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৩,০৪,০৮,৯৯৩
১২	একাধিক কিস্তি অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে নতুনভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ফোর্সড/ডিমান্ড লোন শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৫,১৩,৪০,৭৩৬
১৩	মেসার্স বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর প্রকল্প ঋণের ওভারডিউ দায় ও সিসি (হাঃ) এর মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়ের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৪৮,৩০,৭৮,৮১৫
১৪	কোন ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে ঋণ হিসাব বারবার পুনঃ তফসিলিকরণ ও ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৯,০৬,৫৬,০২৩

১৫	রপ্তানী ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে আরও দায় বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর না হওয়া ও গ্রাহকের অস্তিত্ব বা হদিস না থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫,০৪,১৩,৩৯৫
১৬	ডকুমেন্টেশন ছাড়করণ না করায় পিএডি দায় সৃষ্টি ও এলটিআর ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের পর মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল লিঃ ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের এলটিআরসহ পিএডি ঋণের দায় আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২০০,৪৭,৯৭,৩৮৬
১৭	প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মালামাল মজুদে না থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০৭,৯৮,০৯,০০০
১৮	ডিমান্ড লোনের ষ্টককৃত মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তা নগদে আদায় না করে পুনঃ তফসিলিকরণ ও এলটিআরসহ নুতন ডিমান্ড লোনের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৭,২৭,৫৪,০৮৩
১৯	রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও বারবার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্হাপন ও সিসি (হাঃ)ঋণ প্রদানের সুযোগ প্রদান এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে মালিকানা পরিবর্তন করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮৩,৭৪,২৮,০০০
২০	বন্ধ, রুগ্ন ও অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণসহ ঋণ প্রদান এবং ওভারডিউ দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া এবং নিয়মিত তদারকি না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৬২,৫৫,১৮,৩৩৬
২১	মেসার্স ওয়ান ডেনিমস মিলস লিঃ এর কনসোর্টিয়ামভুক্ত ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত না করেই আমদানি এলসি স্হাপন এবং পুনঃতফসিলের পরও প্রকল্প ও পিএডি ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৪৫,০৮,০০,০০০
২২	অন্য ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও মেসার্স এইস এস ফ্যাশনকে রপ্তানী সুযোগ প্রদান, লিমিট অতিরিক্ত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও ডিমান্ড লোনের মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৮,৩৪,৫৫,২৮২
২৩	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যাংকের প্রভিশন বা আয়খাতে ডেবিট সত্ত্বেও জামানত সমৃদ্ধ লোনের সুদ মওকুফ এবং সুদ মওকুফ কার্যকর না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২১,৫৮,৯৫,৬৪৪
২৪	পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এবং পুনঃ তফসিলির পরও রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২৬,২২,৯৪,০০০
	সর্বমোট	**১৮৫৮,৭২,৬৮,৮৯৭**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০০৮ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	জনতা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা।	১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।	০৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ২২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	জনতা ব্যাংক লিঃ,বিবি রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ।	০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয় ঢাকা।	২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ স্থানীয় মালামাল ক্রয় বাবদ প্রদত্ত এলডিবিপি ঋণ ও লোকাল ডেফার্ড এলসির মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ফোর্সড পিএডি দায় সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭৩৬,৬৩,১৮,৮০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী ও এলডিবিপি বিল ক্রয়ের নথি এবং ডেফার্ড লোকাল এলসি স্থাপনের রেজিস্টার ও অনাদায় বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- স্থানীয় মালামাল ক্রয় বাবদ প্রদত্ত এলডিবিপি ঋণ ও লোকাল ডেফার্ড এলসির মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ফোর্সড পিএডি দায় সৃষ্টি এবং ব্যাংকের ক্ষতি ৭৩৬,৬৩,১৮,৮০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।

(ক) শাখার গ্রাহক বেক্সটেক্স লিঃ কর্তৃক গার্মেন্টসের কাঁচামাল সরবরাহ বাবদ শাখা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ১৮০ দিন মেয়াদে ২৬১,৪৫,৫৯,৮৯২ টাকার এলডিবিপি (Local Document Bill Purchase) করা হয়। মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল নীটওয়্যার এ্যাপারেলস লিঃ কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না করায় বা স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যাংক কর্তৃক বিল পরিশোধ না করায় উক্ত টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে।

- স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক উক্ত মালামাল ক্রয়ের জন্য এলসি ইস্যু করা হয়েছে এবং একই শাখার অনুকূলে ব্যাংক স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক বিল ক্রয় করা হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- বেক্সিমকো সিনথেটিক এর কাপড় সরবরাহের বিলের বিল মূল্য ১৮০ দিন মেয়াদে লোকাল ডকুমেন্টস বিল পারচেজ করা হলেও মেসার্স বেক্সটেক্স কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। এলসি ইস্যুয়িং ও স্বীকৃতি প্রদানকারী ব্যাংক হলো জনতা ব্যাংক স্থানীয় শাখা। একই শাখা কর্তৃক এলসি ইস্যু ও স্বীকৃতি প্রদান করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য। মেয়াদোর্ত্তীনের দীর্ঘ দিন পরও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এলডিবিপি ১১৯,২৫,০৯,২৮২ টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- অনুরূপভাবে সাবা ইন্টারন্যাশনাল এর নিকট হতে ৪০,৭৭,০৭,১৪০ টাকা মূল্যের এলডিবিপি বিল ক্রয় করা হয়। কিন্তু স্বীকৃতি প্রদানকারী সোনালী ব্যাংক লোকাল অফিস, রূপালী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস ও ন্যাশনাল ব্যাংক ধানমন্ডি শাখা কর্তৃক এলডিবিপি মূল্য পরিশোধ না করায় উক্ত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- সোহেল স্পিনিং মিলস লিঃ এর নিকট হতে ২২,৬৫,৪১,৯০৫ টাকা মূল্যের এলডিবিপি বিল ক্রয় করা হয়। বিলের অর্থ পরিশোধের স্বীকৃতি প্রদানকারী সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন (রূপসীবাংলা) শাখা উক্ত বিলের দায় পরিশোধ না করায় বা ব্যাংক কর্তৃক আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ২২,৬৫,৪১,৯০৫ টাকা মেয়াদোর্ত্তীণ ও অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- মেয়াদোর্ত্তীণের পরও এলডিবিপি বিলের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৪৪৪,১৩,১৮,২১৯ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ও ওভারডিউ দায় থাকার পরও পুনরায় লোকাল বিল ক্রয় করায় ব্যাংকের তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে।
- শাখা ব্যবস্থাপককে এলডিবিপি বিল ক্রয়ের সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করায় দিন দিন দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ব্যাংকের তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি প্রকটতর হচ্ছে।
- বিল ক্রয় এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের ক্ষেত্রে মূল রপ্তানী এলসি/চুক্তিপত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

(খ) কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ২১/০৪/২০১১ খ্রিঃতারিখের পত্র নম্বর বোর্ড/লেটার/৬৪৮/২০১১ এর মাধ্যমে বেক্সিমকো লিঃ এর হিসাবে তুলা গ্রে ফেব্রিক্স ও সূতা ক্রয়ের জন্য ২৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে ৩,৭৫,০০,০০০ টাকার ডেফার্ড এলসি খোলার অনুমোদন প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে শাখার গ্রাহক মেসার্স বেক্সিমকো লিঃ এর অনুকূলে তৈরী সূতা আমদানির জন্য ১৬/০১/২০১১ খ্রিঃ হতে ১৭/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৮০ দিন মেয়াদে ৩,২৫,০০,০০০ টাকার ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়।

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বেক্সটেক্স লিঃ এর নিকট হতে সূতা ক্রয় করা হয়। আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বেক্সিমকো লিঃ এর পক্ষে সোনালী ব্যাংক লিঃ কে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। কিন্তু বেক্সিমকো লিঃ মূল্য পরিশোধ না করায় ০৯/০৫/২০১১ খ্রিঃতারিখে ফোর্সড পিএডি বাবদ ২৯২,৫০,০০,৫৮১ টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- ফোর্সড পিএডি দায় অদ্যাবধি গ্রাহক পরিশোধ না করায় ব্যাংকের তারল্য ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে ।
- ক্রয়কৃত পণ্য দ্বারা তৈরী পোষাক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় বা উক্ত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার না হওয়ায় ব্যাংকের ২৯২,৫০,০০,৫৮১ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) মেসার্স বেক্সটেক্স লিঃ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল নিট ওয়্যার এন্ড এ্যাপারেলস লিঃ ১০০% রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠান। বেক্সটেক্স লিঃ কর্তৃক তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে কাঁচামাল সরবরাহের বিল বিধি মোতাবেক ক্রয় করা হয়। অনুরূপভাবে মেসার্স বেক্সিমকোঃ সিনথেটিক মেসার্স বেক্সটেক্সকে সূতা সরবরাহের বিলের জন্য লোকাল বিল পারচেজ করা হয়েছে। মেসার্স সাবা ইন্টারন্যাশনাল ও সোহেল স্পিনিং মিলস লিঃ এর ক্রয়কৃত বিলের টাকা আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে জানানো হয়েছে। (খ) গ্রাহককে উক্ত দায় পরিশোধের জন্য পত্র দেওয়া হলে গ্রাহক আগামী ৪ হতে ৬ মাসের মধ্যে দায় পরিশোধ করবে মর্মে শাখাকে জানিয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- (ক) একই ব্যাংকের একই শাখা কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যু, Acceptance প্রদান ও লোকাল বিল ক্রয়ের দায় গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব নহে। এছাড়াও লোাকাল বিলের ওভারডিউ দায় আদায় ব্যতিরেকে পুনরায় নতুন বিল ক্রয় করা বিধি সম্মত নহে। (খ) আমদানিকৃত মালামাল সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে বা রপ্তানী করা হলে পিএডি দায় সৃষ্টি হতো না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ২৮ দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব প্রদানের জন্য ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। শাখার জবাবে জানানো হয় যে, এলডিবিপি সংক্রান্ত ব্যাংকের নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করে বিল ক্রয় করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ দায় সমন্বয় হয়েছে। ঋণ হিসাবের সমুদয় অর্থ আদায়ের জন্য সোহেল স্পিনিং মিলস লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মেসার্স সাবা ইন্টারন্যাশনাল এর বিলমূল্য আদায়ের জন্য গ্রাহককে পত্র দেয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। বেক্সিমকো লিঃ এর পিএডি দায় পুনঃতফসিল করা হয়েছে। আপত্তিকৃত টাকা আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে নর্দান পাওয়ার লিঃ এর অনুকূলে স্থাপিত আমদানি এলসির দায় পরিশোধ ব্যতিরেকে বন্দর হতে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণ এবং পিএডি দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৫৭,০০,৬৯,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানি এলসি স্থাপন ও পিএডি দায় আদায়ের রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে নর্দান পাওয়ার লিঃ এর অনুকূলে স্থাপিত আমদানি এলসির দায় পরিশোধ ব্যতিরেকে বন্দর হতে আমদানিকৃত মালামাল ছাড়করণ এবং পিএডি দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৫৭,০০,৬৯,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো)।
- স্থানীয় শাখার গ্রাহক নর্দান পাওয়ার সলুশন লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ২৪/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বোর্ড/লেটার/২২৭৭/২০১০ এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জাতীয় গ্রীডে প্রদানের নিমিত্তে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ১০% মার্জিনে ১,৪৬,৯৭,০০০ ইউরো বা ১৪০,২০,০০,০০০ টাকা মূল্যের ৩০/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে স্থাপিত আমদানি এলসি এর ঘটনাত্তোর অনুমোদন প্রদান করা হয়। শাখার পিএডি দায় সৃষ্টি করে ০৬/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখে বিদেশি ব্যাংকের দায় বাবদ ১৪২,৭৪,০০,০০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। গ্রাহক শাখা হতে ডকুমেন্ট ছাড়করণ না করায় বা পিএডি দায় সমন্বয় না করায় ৩১/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদে আসলে মোট ১৫৭,০০,৬৯,০০০ টাকা দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- এলসি স্থাপনের পূর্বে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির দায় আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে সহজামানত রেজিষ্টার্ড মর্টগেজ নেওয়ার জন্য শাখার সুপারিশে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে কোন সহজামানত বন্ধক ব্যতিরেকে এলসি স্থাপন করায় ও দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের উক্ত ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে।
- মার্জিন অবশিষ্ট দায় গ্রাহকের নিকট হতে আদায়ের সামর্থ্যতা যাচাই না করে অথবা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর না করে আমদানি এলসি স্থাপন করায় এবং গ্রাহক দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আমদানিকৃত মালামালের মার্জিন অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা প্রদানের পর ডকুমেন্ট ছাড়করণ করতঃ বন্দর হতে মালামাল গ্রাহক কর্তৃক ছাড়করণের নিয়ম । কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের অগোচরে ডকুমেন্ট ছাড়করণ না করে মালামাল ছাড়করণ করেন। ফলে ব্যাংকের দায় গ্রাহক পরিশোধ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
- ৫০% শেয়ার বেক্সটেক্স লিঃ কে প্রদানের শর্ত থাকলেও মেসার্স বেক্সটেক্স লিঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ করেনি। ব্যাংকের দায় আদায় না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ টাকা খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে এবং ব্যাংকের তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, শাখা হতে ডকুমেন্ট ছাড়করণ না করে গ্রাহক নিজ দায়িত্বে মালামাল বন্দর হতে ছাড়করণ করে নেন। যা গ্রাহক আবেদনে জানিয়েছেন । পিএডি দায় আদায়ের জন্য গ্রাহকের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র প্রদান ও যোগাযোগ করা হয়। ঋণ গ্রহীতা ঋণের উক্ত টাকা টার্ম লোনে পরিণত করার জন্য আবেদন করেছে, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্রাহকের বিপুল পরিমাণ দায় পরিশোধের সামর্থ আছে কিনা উহা যাচাই না করে অথবা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর না করে বৃহৎ অংকের টাকার এলসি স্থাপন করা বিধি সম্মত নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে, গ্রাহক পিএডি দায় সমন্বয়ের জন্য টার্ম লোনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পিএডি দায়টি বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিল করা হয়েছে। পিএডি দায় আদায় না হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে টাকা আদায়ের সকল প্রকার আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জানানোর জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও মেসার্স ম্যানচেষ্টার কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃকে নিয়মবর্হিভূতভাবে প্রকল্প ঋণ প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪,২৮,৮১,১৪৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানি এলসি স্থাপন ও পিএডি দায় আদায়ের রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- খেলাপী দায়দেনা থাকা সত্ত্বেও মেসার্স ম্যানচেষ্টার কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ কে নিয়মবর্হিভূতভাবে প্রকল্প ঋণ প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪,২৮,৮১,১৪৭ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স ম্যানচেষ্টার কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃকে শাখার ১৩/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-জেবিএল/আইসিডি/ম্যানচেষ্টার কম্পোজিট/২০/০৯ এর মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরী প্রদানসহ ৯,১২,১৮,৬৮৪ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণের ১ম কিস্তি ১১/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ১২ মাস প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ১৮ মাস পর হতে অর্থাৎ ০১/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ঋণের কিস্তি আদায়যোগ্য। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণের দায় আদায় অনিশ্চিত।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার ৩০/১০/২০১১ তারিখের পত্র নং নম্বর-স্থাঃ কাঃ/শিল্প অডি/২০১৫ এর পত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন ভূঁইয়া এর নামে বা মোল্লা স্পিনিং মিল এর নামে সোনালী ব্যাংকে ৪২,৩৮,০০,০০০ টাকা খেলাপী দায় রয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক ২৭/৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। অথচ শাখা কর্তৃক উদ্যোক্তার অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই না করে একজন খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭-"কক" ধারা অনুসারে কোন খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক উপরোক্ত আইন অনুসরণ না করেই প্রকল্প ঋণ প্রদান করায় সুদসহ মোট ১৪,২৮,৮১,১৪৭ টাকা ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।
- নিয়মবর্হিভূতভাবে প্রকল্প ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রাহকের ঋণের অনাদায়ী টাকা ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি ঋণের দায় আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ মঞ্জুরীর প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণকালে গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। সিআইবি (Credit Information Bureau) রিপোর্টে গ্রাহকের দায়-দেনা নিয়মিত ছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্রাহকের আর্থিক সামর্থতা যাচাই না করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। তাছাড়া অন্য ব্যাংকে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ঋণ বিতরণ করা যথাযথ হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে, ঋণ মঞ্জুরীর প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের সময় সংগৃহীত সিআইবি রিপোর্টে গ্রাহকের দায়দেনা নিয়মিত এবং প্রকল্প ঋণটি জামানতসমৃদ্ধ ছিল বিধায় ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হচ্ছে।প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আপত্তিকৃত টাকা আদায় না হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে টাকা আদায়ের সকল প্রকার আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জানানোর জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-০৪।

শিরোনাম ঃ রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট পিএডি (বিবি) এবং পিসি ঋণসহ প্রকল্প ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৯৯,৩৪,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানি এলসি স্থাপন ও পিএডি দায় আদায়ের রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট পিএডি (বিবি) এবং পিসি ঋণসহ প্রকল্প ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৩,৯৯,৩৪,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)।
- মার্চেন্ডাইজিং ফ্যাশন লিঃকে প্রধান কার্যালয়ের ০৮/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-এসএমইডি/মার্চেনডাইজিং ফ্যাশন মূর/০৬/১৬ এর মাধ্যমে নীট গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প ঋণ বাবদ ৪০০ লক্ষ টাকা ৭.৫ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা ও রপ্তানী ব্যর্থতায় পিএডি(বিবি) এবং পিসি ঋণ বাবদ ৬৪৫.৮৬ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকল্প ঋণের নিয়মিত ত্রৈমাসিক কিস্তি জুন/২০১০ হতে আদায়াযোগ্য করে এবং পিএডি ও পিসি ঋণের দায় ৩১/৩/২০১২ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়।
- ঋণ গ্রহীতা প্রকল্প ঋণের ৩১/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮টি কিস্তির মধ্যে ৭টি কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নতুন করে ৪৮০.৫৩ লক্ষ টাকা পিএডি(ব্যাক টু ব্যাক) ও পিসি ঋণ বাবদ ২০৯.৭৫ লক্ষ টাকাসহ পূর্বের পিএডি ঋণের ১৩৩.৯৬ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঋণ হিসাবসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের মোট ১৩৯৯.৩৪ লক্ষ টাকা আদায়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রাহকের রপ্তানীর সামর্থতা যাচাই না করে এবং শাখা কর্তৃক নিয়মিত তদারকি না করায় পুনরায় পিএডি ও পিসি ঋণের দায় সৃষ্টি হয়েছে। পুরাতন পিএডি ঋণের নিয়মিত সময়কালের সুদ আরোপ না করে ও সুদ আদায় না করে আসল আদায় করায় ৬৩.১০ লক্ষ টাকা সুদ অনারোপিত হিসাবে রাখা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- তৈরী পোষাক রপ্তানীর প্রক্রিয়াকরণের পূর্বেই পিসি ঋণ বাবদ ১৮০.৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় পিসি ঋণ বাবদ ২০৯.৭৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাহকের ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ঋণ গ্রহীতার ঋণের বিপরীতে মাত্র ৬৯০.৫৯ লক্ষ টাকা জামানত রয়েছে। জামানতের চেয়ে দায়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । রপ্তানী ব্যবসা মন্দার কারণে গ্রাহকের ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়েছে । পর্যায়ক্রমে রপ্তানী আয় হতে দায় সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তি ও ডিমান্ড লোনের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না করা সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের মাধ্যমে আরও দায় সৃষ্টি করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে,ঋণের বকেয়া দায়দেনা পরিশোধ করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ঋণ হিসাবটি জামানত সমৃদ্ধ। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে টাকা আদায়ের সকল প্রকার আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জানানোর জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে নতুন গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান, জাহাজীকরণ ও রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১২,১০,১৬,৭৭৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানি এলসি স্থাপন ও পিএডি দায় আদায়ের রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে নতুন গ্রাহকের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান, জাহাজীকরণ ও রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১২,১০,১৬,৭৭৪ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঙ" তে দেখানো হলো)।
- শাখার নতুন গ্রাহক মেসার্স পিকিউএস নীট ফ্যাশন লিঃকে ব্যংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর ১৬/৬/২০১০ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে শাখার ২০/৬/২০১০ তারিখের পত্র নম্বর-জেবিডি/বিবি এলসি/নীতিগত অনুমোদন/পিকিএস/১০ এর মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্রাহকের ভাড়া করা ভবনে সাব কন্ট্রাকটের মাধ্যমে গার্মেন্টসটি স্থাপিত। উৎপাদিত গার্মেন্টস সামগ্রী কখনও রপ্তানী করতে সামর্থ্য না হলে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা বিধি ২০১০ এর ১৬ অনুচ্ছেদ (ফরেন ট্রেড) অনুযায়ী পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক প্রতিষ্ঠিত রপ্তানীকারক না হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ না করে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকার এফডিআর লিয়েন রেখে ৯ কোটি টাকা মূল্যের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। গ্রাহক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় ০৫/১০/২০১১ খ্রিঃ হতে ২৩/০৪/২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৯,১৯,৮১,৯১১ টাকার ডিমান্ড লোন (ব্যাক টু ব্যাংক) দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- মালামাল রপ্তানীর উদ্দেশ্যে জাহাজীকরণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে আরো ডিমান্ড লোন(ব্যাক টু ব্যাংক) দায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।
- ০৫/১০/২০১১ খ্রিঃ হতে ১৩/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬টি পিএডি দায় সৃষ্টি হওয়ায় মোট ২,৮৯,৫৬,৪২৫ টাকা পিএডি দায় সৃষ্টি ও আদায়ে ব্যর্থ হওযার পর পুনরায় ০১/০৩/২০১২ খ্রিঃ হতে ২৩/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ২,১৩,৬৬৯.৬১ ডলার বা ১,৭৫,২০,৯০৮ টাকা মূল্যের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- পিসি ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় বা ওভারডিউ দায় আদায় না হওয়ার পরও পুনরায় পিসি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ১,১৫,১৩,৯৫৫ টাকা শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহকের রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাহাজীকরণে ব্যর্থ হওয়ায় এবং সৃষ্ট পিএডি দায় ও পিসি দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া ও পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ব্যাংকের মোট ক্ষতি ১২,১০,১৬,৭৭৪ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে,প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে গ্রাহক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়েছে। দায় আদায়ের জন্যই পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গ্রাহকের ব্যবসা ভাড়া করা ভবনে হওয়ায় ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে পর্যাপ্ত জামানত মর্টগেজ না নিয়ে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে, গ্রাহক বিগত ২০১১ সালে ৭.৪৯ কোটি এবং ২০১২ সালে ১.৮৩ কোটি টাকা রপ্তানী করেছেন। রপ্তানী ঋণপত্র লিয়েন রেখে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার বিধান রয়েছে, সেক্ষেত্রে সহজামানত গ্রহণ

বাধ্যতামূলক নয় । ক্রেতা কর্তৃক কাপড়ের জিএসএম পরিবর্তন করায় গ্রাহক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয় ফলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে দায় পরিশোধ করা হয়। গ্রাহকের ঋণ আদায়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত তাগিদ দেয়া হচ্ছে। ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে টাকা আদায়ের সকল প্রকার আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জানানোর জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ গ্রাহকের খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৬২,৫০,৮২০ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানি এলসি স্থাপন ও পিএডি দায় আদায়ের রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহকের খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২,৬২,৫০,৮২০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " চ" তে দেখানো হয়েছে)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স ডিজাইন টেক্সটাইল লিঃ কে শাখার ক্ষমতাবলে কেস টু কেস ভিত্তিক ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদানের জন্য শাখার ০৪/৪/২০০৬ তারিখের পত্র নম্বর-জেবিডি/বিবিএলসি/ডিজাইন টেক্স/০৩ এর মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়। শাখার ৩১/১/২০০৬ তারিখের পত্র নম্বর-জেবিডি/বিবিএলসি/ডিজাইন টেক্স/০৬ এর মাধ্যমে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতা উত্তরা ব্যাংক বিবি এভিনিউ শাখায় ব্যবসা পরিচালনা করত। রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে উক্ত ব্যাংকে ৭,০৯,৫১,১৩৩ টাকা ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়।
- সিআইবি রির্পোটে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার অন্যান্য ব্যাংকে খেলাপী দায় থাকার কারণে ০১/১২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মামলা হয়। সংশ্লিষ্ট খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে বর্ণিত শাখা হতে পিসি ঋণ প্রদান ও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ২৭ কক ধারার পরিপন্থী।
- উত্তরা ব্যাংকে ডিমান্ড লোন থাকা সত্ত্বেও এবং শাখা কর্তৃক জানানোর পরও রপ্তানী ব্যবসার সুযোগ প্রদান করায় এবং গ্রাহক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় ৩০/৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে পিসি ঋণ বাবদ ২০,৭৭,৪৭১ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয় ও ০৬/৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ২,১২,৬০,৪৩৩ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ১৬/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও পিসি ঋণের টাকা (৩) তিন বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে পুনঃতফসিল করা হয়। তা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতা ঋণের কোন টাকাই পরিশোধ করেনি। ফলে ঋণের দায় বাবদ ২,৬২,৫০,৮২০ টাকা খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ঋণের বিপরীতে ১৫৭.৫৫ লক্ষ টাকা জামানত রয়েছে। জামানতের চেয়ে দায় বেশি হওয়ায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- উপরন্তু ঋণের দায় পুনঃতফসিলির সময় ০৬/০৫/২০১০ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডিমান্ড লোনের সুদ আরোপ করা হয়নি, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৫/৬/২০০৬ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-৫ এর পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের রপ্তানী ব্যবসা বন্ধ থাকায় ডিমান্ড লোন ও পিসি ঋণের দায় সৃষ্টি হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ, ঋণ খেলাপী গ্রাহককে ঋণ প্রদান/ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা আইনসম্মত নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে, উত্তরা ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র ও ঋণ হিসাবের দায় পরিশোধের নিমিত্ত গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়।অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী কর্মকতাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনাম ঃ প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে থাকা সত্ত্বেও ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না করে বারবার কিস্তি পরিশোধের •মেয়াদ বৃদ্ধি করতঃ ঋণ নিয়মিত রাখায় এবং ডিমান্ড লোন ও পিসি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ও জামানতের তুলনায় দায় বেশি হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৩,৮৭,৭৭,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ১৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানি এলসি স্থাপন ও পিএডি দায় আদায়ের রেজিস্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদনে থাকা সত্ত্বেও ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না করে বারবার কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করতঃ ঋণ নিয়মিত রাখায় এবং ডিমান্ড লোন ও পিসি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ও জামানতের তুলনায় দায় বেশি হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৩,৮৭,৭৭,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ " তে দেখানো হয়েছে)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স পলিমার নীট ওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ১৩-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বোর্ড/লেটার/৩১৩৫/০৯ এর মাধ্যমে রপ্তানীমুখী নীট কম্পোজিট শিল্প স্থাপনের জন্য ১৫৮১.৬১ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ ৭ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০২-২০১০ তারিখের পর্ষদের ১৩০তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্প ঋণ ১৮৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ছিল ৩০-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখ। উহা প্রথমে বৃদ্ধি করতঃ ৩০-০৯-২০১১ খ্রিঃ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত তারিখের পরিবর্তে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ নির্ধারণ করা হয়। চালু প্রতিষ্ঠানের ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না করে বারবার ঋণের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১০ ও ২০১১ সনে মোট ১৭.৫৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করা হয়েছে। অথচ প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না করে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা ব্যাংকের ঋণদান ও আদায় নীতিমালার পরিপন্থী।
- ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিঃ এর টার্ম লোনের দায় বাবদ ৬.৬৮ কোটি টাকা পরিশোধ করতঃ অবশিষ্ট ১২.৩০ কোটি টাকা বিএমআরই ও পূর্ত কাজের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু উহা অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে ৩১-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডিমান্ড লোন(বিবি) বাবদ ৯৬৬.৯৬ লক্ষ টাকা সৃষ্টি হলেও এবং মালামাল রপ্তানী না করা সত্ত্বেও বিতরণকৃত পিসি ঋণের ২৪৯.১১ লক্ষ টাকা মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে ও ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পিসি ঋণ ইতোমধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। ফলে ব্যাংকের ১২৬৩.০৮ লক্ষ টাকা ওভারডিউ দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- পিসি ঋণ সাধারণ রপ্তানী কার্য সম্পাদণের জন্য কম হার সুদে অর্থাৎ ৭% সুদে বিতরণ করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত পিসি ঋণের টাকা শ্রমিকের বেতন, ওভারটাইম, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য বিতরণ করা হয়েছে। ফলে তৈরী পণ্য রপ্তানী কাজে বিতরণ করা হয়নি এবং পণ্য রপ্তানী না করায় ডিমান্ড লোনে পরিণত হয়েছে । পিসি ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের পর সমন্বয় না হওয়ার পরও পুনরায় পিসি ঋণ বিতরণ করে এবং যথাযথ কাজে ব্যবহার না করায় দায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের জামানতের পরিমাণ মোট ১২১৩.৭৯ লক্ষ টাকা। অথচ উক্ত জামানতের বিপরীতে দায় সৃষ্টি হয়েছে ৩৩৮৭.৭৭ লক্ষ টাকা। জামানতের তুলনায় দায় ২১৭৩.৯৮ লক্ষ টাকা বেশি হওয়ায় ঋণের মোট ৩৩৮৭.৯৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিজনক ঋণে পরিণত হয়েছে। এলটিআর ঋণের ও ৪৭.০১ লক্ষ টাকা অদ্যাবধি আদায় হয়নি।
- ঋণের ওভারডিউ দায় আদায় না করায় ব্যাংকের তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরীর ও বিতরণের দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না হওয়ায় উক্ত প্রকল্প রুগ্ন শিল্পে পরিণত হওয়া আশংকা রয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের Effluent Treatment Plant(ইটিপি) স্থাপনের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের বিএমআরই ঋণ মঞ্জুর এবং বিতরণ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপর দিকে বিশ্ব মন্দার কারণে গ্রাহক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয়েছে ফলে ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ইটিপি স্থাপনের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের বিএমআরই ঋণ বিতরণ করা বিধি সম্মত নয়। তাছাড়াও গ্রাহকের ২০১০ ও ২০১১ সালে প্রত্যাবাসিত রপ্তানীর আয় হতে প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করে সময় বৃদ্ধি করা যথাযথ হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়েছে যে, আবেদনের প্রেক্ষিতে ঋণ হিসাবটি পুনঃতফসিলের অপেক্ষায় আছে ।ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ১৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ না করে ঋণের টাকা বিতরণ, ঋণ মঞ্জুরীর পর হতে ডাউনপেমেন্ট ব্যতিরেকে বারবার পুনঃতফসিল করতঃ কিস্তি পরিশোধের সুযোগ প্রদানের পরও গ্রাহক কর্তৃক ঋণের কিস্তি ও সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৯২,৬৪,৫১৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকার ২০১০-২০১১ খ্রিঃ সালের হিসাব ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ ২ হতে ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে হিসাব নিরীক্ষা প্রকল্প ঋণ সিসি (হাইপো) ও সিসি (প্লেজ) সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পর্যাপ্ত সহজামানত গ্রহণ না করে ঋণের টাকা বিতরণ, ঋণ মঞ্জুরীর পর হতে ডাউনপেমেন্ট ব্যতিরেকে বারবার পুনঃতফসিল করতঃ কিস্তি পরিশোধের সুযোগ প্রদানের পরও গ্রাহক কর্তৃক ঋণের কিস্তি ও সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬,৯২,৬৪,৫১৬ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "জ" তে দেখানো হয়েছে)।
- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ডিপার্টমেন্টের পত্র নং- এসএমইডি। রজনী এগ্রো ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ প্রকল্প কিস্তি পুনঃতফসিল ১২ তারিখ ১৪-০৩-২০১২খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স এগ্রো ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর অনুকূলে ২,৪৯,২৪,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় ঋণ গ্রহীতা মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী প্রকল্প ঋণের কিস্তি ও সিসি (হাঃ) ঋণের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে ব্যর্থতায় ৬,৯২,৬৪,৫১৬ টাকা অনাদায়ী যা আদায় সন্দেহজনক।
- প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ডিপার্টমেন্টে এর স্মারক নং-১৬৯৬/২০১১ মোতাবেক সর্বশেষ পর্ষদের ০৬-০২-২০১১খ্রিঃ তারিখের ১৭২তম সভায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত ২১.৩০৮ মিলিয়ন টাকার প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধ এর সময়সীমা ২০১০ এর পরিবর্তে ১ বছর বৃদ্ধি করে ২৪৯,২৪,০০০ টাকা পুনঃ সূচীকরণ এবং প্রকল্পের চলতি মূলধন হিসাবে মঞ্জুরীকৃত ২৫.০০ মিলিয়ন টাকা সিসি (হাঃ) ও ১৫.০০ মিলিয়ন টাকা সর্বশেষ ৪০.০০ মিলিয়ন বা ৪ কোটি) টাকা ঋণ সীমাদ্বয় ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়।
- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করার পর ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে ৬ বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়। গ্রাহক প্রথম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৬ বার পরিবর্তন করার পরও শাখা কর্তৃক গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।
- ঋণ গ্রহীতার আবেদনক্রমে প্রকল্পের পরিসম্পদ এবং চলতি মূলধন ঋণের বিপরীতে গৃহীত সম্পত্তি পুনঃ মূল্যায়ন পূর্বক চলতি মূলধন ঋণ হিসাব মঞ্জুরীকৃত ২.৫০ কোটি টাকা বহাল রেখে ১.৫০ কোটি (২.৫০+১.৫০)=৪.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে সিসি (হাঃ) ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী।
- প্রকল্প ঋণের ২য় কিস্তির ১৭.১২ লক্ষ টাকার একটি চেক যার নম্বর ৮৭৩৫৮৪৭ তারিখ ৩০-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রদান করা হয়। যা গত ০২-০৪-২০১২খ্রিঃ চেকটি ডিজঅনার হওয়া সত্ত্বেও শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের বিরুদ্ধে এন আই এ্যাক্ট এর আওতায় মামলা করেনি।
- নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় সিসি (হাঃ) ঋণ সীমার বিপরীতে এদের ৪ কোটি টাকার সমমানে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়নি।
- বিএমআরই ঋণের আবেদনের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের কপি জমার প্রেক্ষিতে শাখা একজন এজিএম এর নেতৃত্বে পরিদর্শন করে ভুয়া প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহক অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি করেছেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতার সাথে সহজামানত বৃদ্ধির লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত চেক ডিজঅনার এর ব্যাপারে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআই এ্যাক্ট এর আওতায় মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে। শাখা কর্তৃপক্ষ টাকা আদায়কল্পে ঋণ গ্রহীতার সহিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ঋণের টাকা আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- শাখার জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাকা আদায় এর ব্যাপারে অদ্যাবধি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অদ্যাবধি সহায়ক জামানত (বর্ধিত) গ্রহণের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত বারবার পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রেখে নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন (পিএডি) শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১১২,৭৫,৯৮,৩৫৭ টাকা ।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ০৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ হতে ২২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে রপ্তানী ঋণ হিসাবের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত বারবার পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রেখে নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন (পিএডি) শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ১১২,৭৫,৯৮,৩৫৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঝ" তে দেখানো হয়েছে)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স ড্রাগন সুয়েটার বিডি লিঃ এর বিপরীতে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ২০০৮(৭) তারিখ- ০৯-০৭-২০০৮ খ্রিঃ, স্মারক নং-০৯, তারিখ ০১-১০-২০০৯খ্রিঃ এবং সর্বশেষ স্মারক নং-০৩ তারিখঃ- ০৫-০৭-২০১১ খ্রিঃ অনুযায়ী গ্রাহকের ডিমান্ড লোন হিসাব শুরু হতে ৩১-১২-২০১০খ্রিঃ পর্যন্ত ১৩% হিসাবে সুদসহ দায় মূলধনীকৃত করে ৭৬০৯.৮৪ লক্ষ টাকা ৫% সুদে ষান্মাসিক কিস্তিতে ৩০-০৬-২০২৩ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয় যা ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ী ৭৪,৬৪,১৬,৪১২ টাকা।
- বাংলাদেশের ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার-০১, তারিখঃ- ১৩-০১-২০০৩খ্রিঃ অনুযায়ী ৩য় বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে মোট খেলাপীর ৫০% ডাউন পেমেন্ট আদায়যোগ্য হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত পুনঃতফসিল সুবিধা দিয়ে গ্রাহকের হিসাব নিয়মিত রাখার মাধ্যমে পুনরায় বিপুল পরিমাণ ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা দেয়া হয়। গ্রাহক রপ্তানী ব্যর্থতায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক দায় ফোর্সড/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করায় সুদ ব্যতীত মোট ৩৫,১৮,৪৩,৩৫৯ টাকা অনাদায়ী।
- পুনঃ তফসিলিকরণ শর্তাবলী (খ) অনুযায়ী গ্রাহকের বর্তমান বিবিএলসি ও আইএফডিবিসি খাতে দায় সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানী ও মূল্য প্রত্যাবাসন হওয়ার শর্তে পুনঃ সূচী কার্যকর হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের বর্তমান রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে সৃষ্ট বিবিএলসি ও আইএফডিবিসি দায় রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হলেও পুনঃতফসিল সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ইতোমধ্যে শ্রেণীকৃত হওয়ায় পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোন ৭৪,৬৪,১৬,৪১২ টাকা, সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে ২,৯৩,৩৮,৫৮৬ টাকা এবং নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ৩৫,১৮,৪৩,৩৫৯ টাকাসহ নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন বাবদ সর্বমোট ১১২,৭৫,৯৮,৩৫৭ টাকা (৭৪,৬৪,১৬,৪১২+২,৯৩,৩৮,৫৮৬+৩৫,১৮,৪৩,৩৫৯) ব্যাংকের ক্ষতি।
- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ডিজিএম/রপ্তানী/ড্রাগন সুয়েটার/পুনঃসূচী/২০০৮(৭), তারিখ:০৯-০৭-২০০৮খ্রিঃ এর শর্তানুযায়ী অনারোপিত সুদ ৩১৬.০০ লক্ষ টাকা সুদ বিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তরের নির্দেশ থাকলেও দীর্ঘদিন পরে উক্ত নির্দেশনা ৩০-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন করা হলেও স্থানান্তরিত টাকা আদায়ের মেয়াদ এবং কোন প্রকার পরিশোধ সূচী প্রদান করা হয়নি। ফলে সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে ২,৯৩,৩৮,৫৮৬ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, পুনঃতফসিলের আওতায় গ্রাহকের নিকট হতে ইতোমধ্যে ৫০,৫৭,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। গ্রাহক ইতোমধ্যে Exit Policy এর আওতায় সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধের শর্তে ১০০% আরোপিত ও অনারোপিত সুদ মওকুফ চাহিয়া আবেদন করেছেন যা বিবেচনাধীন রয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- গ্রাহককে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা দেয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনাম ঃ ক্রয়কৃত রপ্তানী বিল (স্থানীয়) অসমন্বিত থাকা অবস্থায় পুনরায় নতুনভাবে ক্রয়কৃত বিপুল পরিমাণ স্থানীয় রপ্তানী বিল মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘ দিন পরও আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৪,৬৫,০৮,৭৯০ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ০৭-০৬-২০১২ হতে ২২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে লোকাল ডকুমেন্ট বিল পারচেজ (LDBP) রেকড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ক্রয়কৃত রপ্তানী বিল (স্থানীয়) অসমন্বিত থাকা অবস্থায় পুনরায় নতুনভাবে ক্রয়কৃত বিপুল পরিমাণ স্থানীয় রপ্তানী বিল মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘ দিন পরও আদায় করতে না পারায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৪,৬৫,০৮,৭৯০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঞ" তে দেখানো হয়েছে)।
- সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ রূপসী বাংলা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স হল মার্ককে স্থানীয় আমদানিকারক দেখিয়ে ঋণপত্র ইস্যুর মাধ্যমে স্বীকৃতিপত্র ও ডকুমেন্ট দাখিল করায় অত্র শাখার রপ্তানীকারক মেসার্স আনোয়ারা স্পিনিং মিলস লিঃ ও মেসার্স ম্যাক্স স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর অনুকূলে যথাক্রমে ১৮,৮৭,০৯,৬৯১ টাকা ও ২২,১৮,৫৩,২১৪ টাকা মোট ৪১,০৫,৬২,৯০৫ টাকার রপ্তানী বিল ক্রয় করা হয়। যার সমুদয় বিলই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে অনাদায়ী রয়েছে। এ ছাড়া ২০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ হয়নি এরূপ বিল ক্রয়ের পরিমাণ ৪৩,৫৯,৪৫,৮৮৫ টাকা (মেসার্স আনোয়ার স্পিনিং লিঃ ১৯,৬৯,৯৭,৭৬৫ টাকা ও মেসার্স ম্যাক্স স্পিনিং লিঃ এর ২৩,৮৯,৪৮,১২০ টাকা)।
- সাম্প্রতিককালে আমদানিকারক ব্যাংক ও অথরাইজড কর্মকর্তাদ্বয়সহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থ অবৈধভাবে স্থানান্তরের গুরুতর অনিয়ম বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণিত প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ায় এবং অথরাইজড কর্মকর্তাদ্বয় প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় থাকায় ক্রয়কৃত মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ মূল্য বাবদ মোট ৮৪,৬৫,০৮,৭৯০ টাকা (৪১,০৫,৬২,৯০৫+৪৩,৫৯,৪৫,৮৮৫) ওভার ডিউ সুদসহ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
- গ্রাহকদ্বয়ের প্রথম দিকে ক্রয়কৃত একাধিক বিল মেয়াদোত্তীর্ণের পর সমন্বয় না হওয়া অবস্থায় পুনরায় নতুনভাবে বিপুল পরিমাণ বিল ক্রয় করায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।
- LC limit এবং Single Borrower Exposer Limit যাচাই না করে অনিয়মিতভাবে স্বীকৃত বিল ক্রয়ের মাধ্যমে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাব জানানো হয় যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ, রূপসী বাংলা কর্পোঃ শাখায় যোগাযোগ করা হয়েছে। বর্ণিত শাখার মাধ্যমে মৌখিকভাবে জানা গিয়াছে যে, আলোচ্য দায়ের মধ্যে ওভার ডিউ দায়সহ অধিকাংশ দায় এ মাসের মধ্যে পরিশোধ হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ক্রয়কৃত রপ্তানী বিল অসমন্বিত থাকা অবস্থায় নতুনভাবে বিপুল পরিমাণ বিল ক্রয় করা হয়েছে। এ ছাড়া Export LC এর সঠিকতা যাচাই করা হয়নি। বিধায় জবাব বিবেচিত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত বারবার পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রেখে নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন (পিএডি) শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৩,০৪,০৮,৯৯৩ টাকা।

বিবরনঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ০৭-০৬-২০১২ হতে ০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে রপ্তানী ঋণ হিসাবের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত বারবার পুনঃতফসিলের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রেখে নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন (পিএডি) শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৩,০৪,০৮,৯৯৩ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ট" তে দেখানো হয়েছে)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স সিডি এ্যাক্রেলিক বিডি লিঃ এর বিপরীতে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ২০০৮(৭) তাং- ০৯-০৭-২০০৮ স্মারক নং-০৯ তারিখ ০১-১০-২০০৯ এবং সর্বশেষ স্মারক নং- ০৩ তারিখঃ- ০৫-০৭-২০১১ খ্রিঃ অনুযায়ী গ্রাহকের ডিমান্ড লোন হিসাব শুরু হতে ৩১-১২-১০ পর্যন্ত ১৩% হিসাবে সুদসহ দায় মূলধনকৃত করে ১৮৪০.৮২ লক্ষ টাকা ৫% সুদে ষান্মাসিক কিস্তিতে ৩০-০৬-২০২৩ মেয়াদে ৩য় বারের মত পুনঃতফসিল করা হয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার ০১ তারিখঃ- ১৩-০১-২০০৩খ্রিঃ অনুযায়ী ১ম বার ১৫% ২য় বার ৩০% এবং দুই এর অধিক হার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ৫০% নগদে পরিশোধের পরই আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন প্রকার ডাউনপেমেন্ট ব্যতীত বার বার পুনঃতফসিল সুবিধা দিয়ে গ্রহকের হিসাব নিয়মিত রাখার মাধ্যমে পুনরায় বিপুল পরিমাণ ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা দেয়া হয়। গ্রাহক রপ্তানী ব্যর্থতায় নতুনভাবে স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক দায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করায় মোট ৫,১৩,৮৮,৫১৫ টাকা অনাদায়ী, যা ইতোমধ্যে শ্রেণীকৃত হয়ে পড়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছে।
- প্রথম ডিমান্ড লোন পুনঃতফসিলিকরণ শর্তাবলী (খ) অনুযায়ী গ্রাহকের বর্তমান বিবিএলসি ও আইএফডিবিসি খাতে দায় সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানী ও মূল্য প্রত্যাবাসন হওয়ার শর্তে পুনঃ সূচী কার্যকর হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের বর্তমান রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে সৃষ্ট বিবিএলসি ও আইএফডিবিসি দায় রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় ডিমান্ডলোন সৃষ্টি হলেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করা হয়নি।
- নতুনভাবে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মালামালের প্রতিবেদন নথিতে যাওয়া যায়নি।
- নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ইতোমধ্যে শ্রেণীকৃত হওয়ায় পুনঃতফসিলকৃত টাকাসহ নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন বাবদ মোট ২৩,০৪,০৮,৯৯৩ টাকা (১৭৯০২০৪৭৮+৫,১৩,৮৮,৫১৫) ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, পুনঃতফসিলের আওতায় গ্রাহকের নিকট হতে ২০,০০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। গ্রাহক ইতোমধ্যে Exit Policy এর আওতায় সমুদয় অর্থ এককালিন পরিশোধের শর্তে ১০০% আরোপিত ও অনারোপিত সুদ মওকুফ চাহিয়া আবেদন করেছেন যা বিবেচনাধীন রয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, গ্রাহককে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ একাধিক কিস্তি অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে নতুনভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ফোর্সড/ডিমান্ড লোন শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৫,১৩,৪০,৭৩৬ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ০৭-০৬-২০১২ হতে ০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে রপ্তানী বিভাগের নথি পর্যলোচনায় দেখা যায় যে,

- একাধিক কিস্তি অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে নতুনভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদানের পর রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় সৃষ্ট ফোর্সড/ডিমান্ড লোন শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৫,১৩,৪০,৭৩৬ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ " তে দেখানো হয়েছে)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স নাসরিন জামান নীট ওয়ারস লিঃ এর বিপরীতে রপ্তানী ব্যর্থতার সৃষ্ট ডিমান্ড লোন প্রধান কার্যলয়ের স্মারক নং-এফটিডি/নাসরিনজামান/পুনঃতফসিল /১০/০২ তাং-২৮-০২-১০ অনুযায়ী অনাদায়ী ডিমান্ড লোন ১৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যাংকের প্রচলিত হার সুদে জুন/১০ হতে ত্রৈ-মাসিক কিস্তিতে ৫ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়।
- সর্বশেষ পুনঃতফসিল এর (ঘ) শর্তানুযায়ী দুটি কিস্তি পরিশোধ ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মার্চ/১২ পর্যন্ত ৪৬.৩০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা প্রায় ৩ (তিন) টি কিস্তিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত শর্তানুযায়ী পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করে শ্রেণীকৃত ঋণ এ নিয়মিত গ্রাহক হিসাবে দেখানো হয়েছে।
- গ্রাহককে পুনঃতফসিল এর পর নতুন ভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়। রপ্তানী ব্যর্থতায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক দায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করায় সুদ ব্যতীত ১২,৮২,৯৯,৮১১ টাকা অনাদায়ী।
- বার বার রপ্তানী ব্যর্থতার পরও গ্রাহককে একের পর এক ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন পুনরায় শ্রেণীকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।
- পুনঃতফসিল অনুযায়ী একাধিক কিস্তি অনাদায়ী নতুন করে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন শ্রেণীকৃত হওয়ায় সত্ত্বেও পুনরায় বিপুল পরিমাণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে আইএফডিবিসি দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। যার অধিকাংশ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে বিধায় পুনরায় নতুন করে গ্রাহকের বিপরীতে ফান্ডেড দায় সৃষ্টি হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের পুনঃ তফসিলে আবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন। পুনঃ তফসিলের ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা জমা করেছে। গ্রাহক স্টকলট মালামাল বিক্রয়/রপ্তানী ও নিজস্ব উৎস হতে দায় পরিশোধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

অডিটের মন্তব্যঃ

- পুনঃতফসিল শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও নতুন ভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা দিয়ে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে BBLC (Back To Back Letter of Credit) এর অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করেছে। বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম ঃ মেসার্স বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর প্রকল্প ঋণের ওভারডিউ দায় ও সিসি (হাঃ) এর মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়ের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৮,৩০,৭৮,৮১৫ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ০৭-০৬-২০১২ হতে ০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আইসিডি বিভাগের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স বিকন ফার্মা সিডটিক্যালস লিঃ এর মেয়াদোত্তীর্ণ দায় আদায়ের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রতিষ্ঠানের ৪৮,৩০,৭৮,৮১৫ টাকা অনাদায়ী। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ড" তে দেখানো হয়েছে)।
- জনতা ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং- এজি/আইসিডি-১/জভকশা/বিকনফার্মা/১০ তাং- ০৮-০৪-২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স বিকন ফার্মাসিউটিক্যাল লিঃ এর প্রকল্প ঋণের ৩১-০৩-০৯ পর্যন্ত বকেয়া ক্যাপিটালাইজ করে ৯,৭৮,৮০,০০০ টাকা জুন/২০১০ হতে ৪৩,৯১,০০০ টাকা হারে ত্রৈমাসিক ৩৫ টি কিস্তিতে ডিসেম্বর /২০১৮ পর্যন্ত পরিশোধ সূচী করা হয়। জুন/১২ পর্যন্ত ৯টি কিস্তির (৪৩,৯১,০০০ x ৯) ৩,৯৫,১৯,০০০ টাকা আদায়যোগ্য হলেও এ সময় পর্যন্ত আদায় ৩,১৭,০২,৬৯৭ টাকা ফলে (৩,৯৫,১৯,০০০-৩,১৭,০২,৬৯৭) ৭৮,১৬,৩০৩ টাকা ওভারডিউ দায় রয়ে যায়।
- উক্তপত্র মোতাবেক ৩০-০৯-২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত আরোপিত সুদের ৯,২০,৮০,০০০ টাকা সুদ বিহীন ব্লকড হিসাবে রেখে জুন/১০ হতে ৪৬,০৪,০০০ টাকা হারে ত্রৈমাসিক ২০ টি কিস্তিতে মার্চ/২০১৫ পর্যন্ত সময়ের মাধ্যে পরিশোধের সূচী করা হলেও জুন/১২ পর্যন্ত আদায়যোগ্য (৯টি কিস্তি x ৪৬,০৪,০০০) বা ৪,১৪,৩৬,০০০ টাকা কিন্তু আদায় হয় ৩,৪১,৩৬,০০০ টাকা। ফলে (৪,১৪,৩৬,০০০-৩,৪১,৩৬,০০০) বা ৭৩,১৬,০০০ টাকা ওভারডিউ দায় রয়ে যায়।
- প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-জেবিএল/আইসিডি/বিকনফার্মা/২০১১/২১৮ তারিখ: ১৯-০৪-২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক সিসি (হাঃ) ঋণ ২৯-০২-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ইতিমধ্যে সিসি (হাঃ) মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও নবায়নের বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- গ্রাহকের সকল প্রতিষ্ঠানের দায় নিয়মিত রাখার কথা হলেও দায় নিয়মিত নয়,
- শাখাকে বিক্রয় ও রপ্তানী বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও নথিতে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। শাখার তদারকির বিষয়ে কোন তথ্য নথিতে পাওয়া গেলনা।
- প্রকল্প ও সুদ বিহীন ব্লকড হিসাবের একাধিক কিস্তি খেলাপী এবং সিসি (হাঃ) মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ৪৮,৩০,৭৮,৮১৫ টাকা অনাদায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, মেয়াদী ঋণের ওভারডিউ দায় ও সিসি (হাঃ) ওভার ডিউ দায় আদায়ের নিমিত্তে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে ১.৫০ কোটি টাকা সিসি (হাঃ) তে পরিশোধ করেছে। সিসি (হাঃ) নবায়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে আছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- গ্রাহকের দায় নিয়মিত নেই। তাছাড়া সিসি (হাঃ) দায় লিমিটের মধ্যে না থাকা সত্ত্বে অনিয়মিতভাবে নবায়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম ঃ কোন ডাউনপেমেন্ট ব্যতিরেকে ঋণ হিসাব বারবার পুনঃ তফসিলিকরণ ও ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯,০৬,৫৬,০২৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ; বিবি রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ২০০৮-২০১০ সালের হিসাব ০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণের নথি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয়;

- কোন ডাউনপেমেন্ট ব্যতিরেকে ঋণ হিসাব বারবার পুনঃ তফসিলিকরণ ও ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৯,০৬,৫৬,০২৩ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ" তে দেখানো হলো)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স রহমান নিটিং এন্ড ইয়ার্ন প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃকে রপ্তানীযোগ্য নীট গার্মেন্টস উৎপাদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ১৪-০৭-১৯৯২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-হাপো/আইসিডি/জেবিওএফ/ ৪৪১/৯২/১২ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৪,১৯,৯৫,০০০ টাকা ১৬% সুদে ষান্মাসিক কিস্তিতে ৭ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। গ্রাহক ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় প্রধান কার্যালয়ের ২০-০৩-২০০২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর ক্রেডিট-৩/শিল্প-১/জিএসএস/প্রব/রহমান নিটিং/২০০২/২৮ এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের প্রভিশন হিসাব বা ব্যাংকের আয়খাত হতে ১,৬৪,৭৪,৬৭৭.০০ টাকা ডেবিট করে মোট ৬,৬৯,৪৯,৩৭৩ টাকা সুদ মওকুফ করা হয়। অবশিষ্ট ৫,২৬,৬০,৪৭৪ টাকা ও সুদ বাবদ ২,৪৬,২৪,৯৪১ টাকা সুদবিহীন ব্লক ঋণে স্থানান্তর ৩১-১২-২০০৮ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের জন্য সুদ মওকুফসহ পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়।
- সুদ মওকুফ ও পুনঃতফসিল কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় উক্ত প্রকল্পের Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion(বিএমআরই) বাবদ ৪,৫১,১৮,০০০ টাকা প্রধান কার্যালয়ের ২৫-০২-০৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-এইচ এইচ/এসএমই/রহমান নিটিং/২০০৪/০৭/১০৯ এর মাধ্যমে ৮ বছর মেয়াদে পরিশোধের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি।
- ঋণ গ্রহীতা ঋণের নিয়মিত দায় পরিশোধ না করলেও ২০০৮ সালে ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণসহ ঋণের মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৩১-১২-২০০৭ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
- গ্রাহক উল্লিখিত তারিখে ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করায় পুনরায় প্রধান কার্যালয়ের ১৩-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর জেবি/এইচও/সিডিডি-১/রহমান নিটিং ইয়ার্ন/০৯/১৭২ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ বিএমআরই ঋণ ও সিসি হাইপোঃ ঋণের মেয়াদ ৩১-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আর ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৩১-০৩-২০০৯ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩০-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত পুনঃতফসিল আদেশ কার্যকর না হওয়ায় পুনরায় প্রধান কার্যালয়ের ০৩-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর জেবিএল/এইচও/সিডিডি-১/ বিবি রোড কর্পোরেট শাখা/রহমান/মোতালিব/২০১০/৪২০ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ ও বিএমআরই ঋণের কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
- উক্ত পুনঃতফসিল আদেশ কার্যকর না হওয়ার পরও পুনরায় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ৩০-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-জেবিএল/এইচও/আইসিডি/বঙ্গবন্ধু কর্পোঃ শাখা/ রহমান নীট/ মোতালিব/ ২০১১/২৭২ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
- কোন ডাউন পেমেন্ট আদায় ব্যতিরেকে প্রকল্প ঋণ ১৩ বার ও বিএমআরই ঋণ ৬ বার পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩-০১-২০০৩খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-১ এর পরিপন্থী। উক্ত পুনঃতফসিল আদেশ অনুসারে ঋণ গ্রহীতা ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ঋণের কিস্তির টাকা আদায়যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় ঋণের কিস্তি পরিশোধের তারিখ বৃদ্ধি করে ঋণের টাকা বিলম্বিত করে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী।
- ৩০-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণের সাসপেন্স হিসেবে ১,১২,৮৪,৮২২ টাকা রক্ষিত রয়েছে। উক্ত টাকা আদায় না করে পরবর্তী সময়ের সুদ আদায় করা হচ্ছে, যা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।

- ২০০২ সালে সুদ বাবদ ২,৪৬,২৪,৯৪১ টাকা সুদবিহীন ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২,৩১,৭৫,৯৪১ টাকা অনাদায় রয়েছে। ঋণ পুনঃতফসিল করা হলেও উক্ত টাকা আদায়ের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে উক্ত দায় খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে।
- প্রকল্প ও বিএমআরই ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পরও সিসি হাইপো ঋণ বাবদ ২,০০,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত হিসাবের দায় ও লিমিট অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করার পর অর্থাৎ ০১-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪,৩৩,৮৭,২০৬ টাকা অর্জিত সুদ আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে মাত্র ১,৮৩,৭১,১৬৯ টাকা আদায় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২,৫০,১৬,০৩৭ টাকা আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে শাখার লাভ দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৫-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-১ অনুসারে পুনঃতফসিল কৃত ঋণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সুদ আদায় হবে শুধুমাত্র আদায়কৃত সুদই আয়খাতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। গ্রাহকের অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রধান কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- নিয়মিত কিস্তি আদয়ে ব্যর্থতা ও বার বার পুনঃ তফসিলিকরণ আদেশ কার্যকর না হওয়ার পরও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ব্যাংকের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। অপরদিকে পুনঃতফসিল কৃত ঋণের সুদ আদায় না হওয়ায় ২,৫০,১৬,০৩৭ টাকা আয়খাতে অন্তর্ভুক্ত করে শাখার অতিরিক্ত মুনাফা দেখানো গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঋণের অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম ঃ রপ্তানী ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে আরও দায় বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর না হওয়া ও গ্রাহকের অস্তিত্ব বা হদিস না থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,০৪,১৩,৩৯৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, বিবি রোড কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ২০০৮ হতে ২০১০ সালের হিসাব ০৮-১২-২০১১ হতে খ্রিঃ ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- রপ্তানী ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে আরো দায় বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর না হওয়া ও গ্রাহকের অস্তিত্ব বা হদিস না থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,০৪,১৩,৩৯৫ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ণ" তে দেখানো হলো)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স মৈত্রী নিটিং লিঃ নয়ামাটিকে রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত ডিমান্ড লোনের সুদসহ ২,৯০,৯৩,২১৮ টাকা ডাউনপেমেন্ট আদায় ব্যতিরেকে ত্রৈমাসিক ৩৯.৮০ লক্ষ টাকা হারে ১৩% সুদে ৩১-০৮-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। ঋণের প্রথম কিস্তি ২০-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে আদায়যোগ্য হলেও মাত্র ১৩,১৫,৫৯৯ টাকা আদায় করা হয়েছে। শাখা কর্তৃক ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় পুরাতন, নতুন ও ইসিসি ঋণসহ মোট ৫,০৪,১৩,৩৯৫ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- উক্ত পুনঃ তফসিলিকরণ আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, ভবিষ্যতে যাতে পুনরায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি না হয় সে জন্য শাখাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং একজন অফিসার নিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃক ঋণের দায় আদায়ের জন্য তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়নি।
- উক্ত পুনঃ তফসিলিকরণের শর্তাবলী অনুযায়ী ঋণের তিনটি কিস্তির দায় গ্রাহক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং স্টক লটকৃত মালামাল রপ্তানীর কার্যক্রম গ্রহণ না করার পরও শাখা কর্তৃক পুনরার ১,৬৫,১১৭.৭২ ডলার বা ১,১৫,০০,০০০ টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। গ্রাহক উক্ত মালামাল রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় ০৬-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে পিএডি (ব্যাক টু ব্যাক) বা ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়।
- ঋণ গ্রহীতার ডিমান্ড লোনের দায় শতভাগ আদায় অনিশ্চিত জেনেও শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে পুনরায় নগদে ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৬৬,৪৫,০০০ টাকার ৩০% বাবদ ১৯.৯৪ লক্ষ টাকা আদায় ব্যতিরেকে পত্র নম্বর এজিএম/এফটিডি/মৈত্রী নীট/রিসিডিউল/১০/০৯ এর মাধ্যমে ডিমান্ড লোনের (পুরাতন) ৩,৩৮,২০,৩৫৯ টাকা ত্রৈমাসিক প্রথম কিস্তি ৩১-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে ৩০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ মেয়াদে ২য় বার পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। দুই বছরের মধ্যে স্টক লটকৃত মালামাল রপ্তানীর ব্যর্থতা জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঋণ হিসাবটি নিয়মিত রাখার জন্যই উক্ত পুনঃতফশীল করণ করা হয়েছে। যা পুনঃতফসিলিকরণ নীতিমালার পরিপন্থী।
- গ্রাহকের রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক বারবার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের অনিয়মিত দায় সৃষ্টি করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- অপরদিকে ইসিসি ঋণ প্রদান করা হয় ২০.০০ লক্ষ টাকা। ২০০৯ ও ২০১০ সালে নিয়মিত দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ঋণের দায় আদায় না করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা বিধি সম্মত নহে।
- প্রতি চার মাসের মধ্যে ইসিসি ঋণের দায় রপ্তানী আয় হতে সমন্বয় না করা হলে সেক্ষেত্রে ৭% এর স্থলে ৮% ও ১৩% হারে সুদ আদায়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ৭% হিসাবে সুদ আরোপ করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- বারবার পুনঃতফসিলিকরণের পর ঋণ গ্রহীতা ঋণের কোন দায় পরিশোধ করেনি এবং ঋণের দায় পরিশোধের জন্য শাখায় কোন যোগাযোগ করেনি। বর্তমানে ঋণ গ্রহীতার কোন হদিস বা অস্তিত্ব না থাকায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা অত্র শাখার সাথে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত রপ্তানী ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। ২০০৭ সালে বিশ্ব মন্দার কারণে রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ার স্টক লটে পরিণত হয়। পুনঃতফসিল করা হলেও গ্রাহক অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া ও স্টক লটকৃত মালামাল ব্যাংকের অগোচরে বিক্রয় ও ঋণ হিসাবে জমা না করায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও অর্থ ঋণ আদালতের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ রপ্তানী ব্যর্থ হওয়ার পর পুনরায় রপ্তানীর সামর্থতা যাচাই না করে অনিয়মিত তদারকি না করায় পুনারায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ নিবিড় তদারকির মাধ্যমে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণকরতঃ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনামঃ ডকুমেন্টেশন ছাড়করণ না করায় পিএডি দায় সৃষ্টি ও এলটিআর ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের পর মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল লিঃ ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের এলটিআরসহ পিএডি ঋণের দায় আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২০০,৪৭,৯৭,৩৮৬ টাকা।

বিবরন ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ফরেন ট্রেড বিভাগের ঋণ মঞ্জুরীর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ডকুমেন্টেশন ছাড়করণ না করায় পিএডি দায় সৃষ্টি ও এলটিআর ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের পর মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল লিঃ ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের এলটিআরসহ পিএডি ঋণের দায় আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ২০০,৪৭,৯৭,৩৮৬ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ত" তে দেখানো হলো)।
- লালদীঘি ইষ্ট কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স নূরজাহান সুপার অয়েল লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ২০-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- এফটিডি/নূরজাহান এলসি-১০/এলটিআর-০২/এর মাধ্যমে ৩০% মার্জিনে ১৩০.৬৮ কোটি টাকার অপরিশোধিত সুপার পাম অয়েল আমদানির জন্য এলসি স্থাপন এবং ৯০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৯১.০০ কোটি টাকার এলটিআর ঋণ বিতরণের জন্য মঞ্জুরী আদেশ প্রদান করা হয়। গ্রাহকের স্থাপিত এলসির পিএডি টাকার উপর ২০% মার্জিন আদায় করে ২৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩০.১২ কোটি, ০৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৪৬.৭৫ কোটি ও ২৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৫.৭৯ কোটি টাকাসহ ৮২.৮৬ কোটি টাকার এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়। ডকুমেন্টস ছাড় না করায় ১৯-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩১,৯০,৩০,৬৮৪ টাকা পিএডি দায় সৃষ্টি হয়।
- ঋণ গ্রহীতা শাখা হতে ডকুমেন্টেশন ছাড়করণ না করায় ২৬-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পিএডি ঋণের সুদসহ ২৩,২১,৭৫,৭১৫ টাকা অনাদায় রয়েছে।
- এলটিআর ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় এলটিআর ঋণ (Loan Against Trust Recipts) ৮৩,৬৫,৭৪,৩৬০ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- অনাদায়ী পিএডি (Payment Against Document) ঋণের মালামাল কি অবস্থায় আছে তা শাখা কর্তৃক যাচাই করা হয়নি।
- ১৯-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য পিএডি ঋণের ওপর ২,১৯,৪৫,০৩১ টাকা সুদ আরোপ করা হয়নি। প্রতি কোয়াটারে সুদ আরোপ না করে আসল টাকা আদায় করে দায় হ্রাস করা হচ্ছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- মঞ্জুরী আদেশের শর্তানুযায়ী ২০% মার্জিন বাবদ ও ডলারের বৃদ্ধি বাবদ ব্যয়সহ ২৩.৭৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়নি। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য। ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ঋণের দায় আদায় অনিশ্চিত।
- এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাসমীর ভেজিটেবল অয়েল লিঃ কে ইন্দোনেশিয়া হতে অপরিশোধিত সুপার পাম অয়েল আমদানির জন্য প্রধান কার্যালয়ের ২০-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর এফটিডি/জাসমীর/এলসি-১১ এবং এলটিআর-১৩/১১ এর মাধ্যমে ২৫% মার্জিনে ১৩০.৬৮ কোটি টাকার মালামাল আমদানির জন্য ৯৭.০০ কোটি টাকার ঋণ ৯০ দিন মেয়াদে পরিশোধের জন্য মঞ্জুরী আদেশ প্রদান করা হয়।উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে শাখা কর্তৃক ০৩-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৬২,৮৩,৪৪,১৬০ টাকা, ১৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ ৩২,২৫,০৬,০৯৪ টাকাসহ মোট ৯৫,০৮,৫০,২৫৪ টাকা এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণের পরও উক্ত ঋণ আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অদ্যাবধি ৯৩.৬০ কোটি টাকা অনাদায় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট মোট (২৩,২১,৭৫,৭১৫+৮৩,৬৫,৭৪,৩৬০+৯৩,৬০,৪৭,৩১১)=২০০,৪৭,৯৭,৩৮৬ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতা বিশ্বাস ভঙ্গ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি বন্দর হতে মালামাল ছাড়করণের জন্য কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা বন্দর হতে মালামাল ছাড় না করায় পিএডি দায় সৃষ্টি হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ী টাকা পরিশোধের জন্য পুনঃতফসিলিকরণের আদেশ করেছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জোর চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও বন্দর হতে মালামাল ছাড় না করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম এবং এলটিআর ঋণের দায় আদায় না করে মেয়াদী ঋণের পরিণত করা ঋণ প্রদান নীতিমালার পরিপন্থী। বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ঋণের অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনাম ঃ প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মালামাল মজুদে না থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০৭,৯৮,০৯,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মালামাল মজুদে না থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০৭,৯৮,০৯,০০০ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " থ" তে দেখানো হলো)।
- কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখা বনানী এর গ্রাহক মেসার্স ফাহামী ওয়াশিং প্লান্ট লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ১৫-০১-২০০৯খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর - এস আর / সিসিডি -১/ ফাহামী ওয়াশিং/২০০৯ এর মাধ্যমে ৫০ ঃ ৫০ মার্জিনে ৩০.২০ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ রপ্তানীমুখী টাউজার্স ও জিনস গার্মেন্ট উৎপাদনের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীকালে প্রধান কার্যালয়ের ১১-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর - আবে/সিসিডি-১/ ফাহামী ওয়াশিং প্লান্ট বর্ধিত/২০১০/১৯৭ এর মাধ্যমে ৭০ ঃ ৩০ মার্জিনে ৪২.৩০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর ও ঋণের কিস্তি মার্চ ২০১১ হতে পরিশোধের শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ১২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর - বোর্ড/লেটার /০৯/২০১২ এর মাধ্যমে ১,৭২,৭৮,০০০ টাকা ডাউনপেমেন্ট জমা হওয়ার পর উক্ত পুনঃতফসিল আদেশ কার্যকর হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ডাউনপেমেন্টের কোন অর্থই জমা করেনি।
- ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋনের ৪ টি কিস্তি বাবদ ১০৮৩.৪০ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ঋণের কোন টাকা পরিশোধ করেনি। বর্তমানে উক্ত ঋণ হিসাবে ৪৯৪১.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর - ১ অনুসারে নগদে ডাউনপেমেন্ট আদায়ের নির্দেশনা থাকলেও উক্ত আদেশ পরিপালন না করে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করে নিয়মিত রাখা হয়েছে, যা উক্ত আদেশের পরিপন্থী।
- অপরদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফাহমী ট্রাউজার্স লিঃ কে রপ্তানীমুখী পোষাক উৎপাদনের জন্য ২৮.৮৭ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ ৭ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ১১% সুদে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ঋণের ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত ২টি কিস্তির ৩.৯৩ কোটি টাকা আদায়যোগ্য হলেও ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের কোন টাকাই আদায় হয়নি এবং ২১০৪.৯৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- ফাহামী গ্রুপের অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফাহমী নীটওয়্যার লিঃ কে চুক্তি পত্রের বিপরীতে কেস টু কেস ভিত্তিক ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান করা হয় এবং পিসি ঋণও প্রদান করা হয় কিন্তু ঋণ গ্রহীতা মালামাল রপ্তানী না করায় ১১-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ২৬৮৫.৮৭ লক্ষ টাকার পিএডি (ব্যাক টু ব্যাক) দায় সৃষ্টি হয় এবং পিসি ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ডিমান্ড লোনের ৩২,৭৭,১৪,০০০ টাকা অনাদায় রয়েছে।
- শাখার ১২-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর - কেএএসি/ফাহমী নিট ওয়্যার লিঃ / ডিমান্ড লোন (বিবি) ও পিসি দায়/১১ হতে পরিলক্ষিত হয় যে স্টকলটকৃত মালামালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি রয়েছে এবং যা স্টকে রয়েছে এবং গুনগতমান খারাপ। ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মালামাল কারখানায় আসার পর রপ্তানীকারক কর্তৃক চুক্তি অনুসারে বুঝে নেওয়ার পর এবং শাখা ব্যবস্থাপক মালামাল সঠিক আছে মর্মে যাচাই করার পর ব্যাক টু ব্যাংক এলসির Acceptance প্রদানের নিয়ম। আলোচ্য ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক মালামালের সঠিকতা যাচাই না করে Acceptance প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাক টু ব্যাংক এলসির আইএফডিবিসির মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া দায় এবং পিসি ঋনের মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া দায় থাকা অবস্থায় পুনরায় প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যাক টু ব্যাংক এলসি স্থাপন ও পিসি ঋণ প্রদানের সুযোগ প্রদান করায় উক্ত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- এত বিপুল পরিমাণ দায় সৃষ্টির পরও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক স্টকলটকৃত মালামালের অবস্থা যাচাই করা হয়নি এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকায় ডিমান্ড লোনসহ সংশ্লিষ্ট গ্রুপের ৫২,২৮,৯৬,০০০ টাকা ওভারডিউ দায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ঋণ হিসাব সমূহে মোট (৪৯৪১.০০+২১০৪.৯৫+৩২৭৭.১৪+৪৭৫.০০) লক্ষ টাকা = ১০৭৯৮.০৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- স্টকলটকৃত মালামাল কারখানায় না থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুনঃ তিন বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ পুনঃতফসিল করতঃ মেয়াদী ঋণে পরিণত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব, সময়মত গ্যাস সংযোগ না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তি ঋণ গ্রহীতা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মেসার্স ফাহামী নিট ওয়্যার লিঃ এর সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ের জন্য পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। ঋণ হিসাব অশ্রেণীকৃত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মেসার্স ফাহামী ওয়াশিং প্লান্ট ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করতঃ ঋণ হিসাব নিয়মিত রাখা হয়েছে। অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় ও মালামাল ঘাটতি থাকার পরও এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পরেও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মেয়াদী ঋণে পরিণত করা হয়েছে যা বিধি সম্মত নয়। পুনঃতফসিলিকরণের সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওভারডিউ দায় ও আদায় করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৮।

শিরোনামঃ ডিমান্ড লোনের স্টককৃত মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তা নগদে আদায় না করে পুনঃতফসিল করণ ও এলটিআরসহ নতুন ডিমান্ড লোনের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭,২৭,৫৪,০৮৩ টাকা।

বিবরণঃ-

জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষকালে বৈদেশিক ট্রেড ডিভিশনের ডিমান্ড লোনের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ডিমান্ড লোনের স্টককৃত মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তা নগদে আদায় না করে পুনঃতফসিল করণ ও এলটিআরসহ নতুন ডিমান্ড লোনের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৭,২৭,৫৪,০৮৩ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "দ" তে দেখানো হলো)।
- বনানী কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স তামান্না সুয়েটারস লিঃ এর এলটিআর ও ডিমান্ড লোনের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ২০০৬ সনে প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানির জন্য পিএডি দায় সৃষ্টি হয়। উক্ত ঋণের ৩,০৮,৪৯,০০০টাকা পরিশোধের জন্য বোর্ড সেক্রেটারীয়েট এর ১৮-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বোর্ড/লেটার/১১১৭/০৮ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের উক্ত টাকা প্রচলিত সুদে ৪ মাস অন্তর অন্তর ৩১-০৫-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। ঋণ গ্রহীতা উক্ত ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ও নতুন করে ৩,৪৮,২২,৭০৭ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাংকের ৩,৯৪,৫৯,০৭৫ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- গ্রাহকের রপ্তানী বার্থতাজনিত কারণে ২৫-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ০২-০২-২০১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩,৪০,২২,৭০৭ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়। উক্ত ডিমান্ড লোনের মধ্যে ২,০৯,৪২,৭০৭ টাকার মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তা নগদে আদায় না করে প্রধান কার্যালয়ের ২৭-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর -এজিএম/ এফটিডি/ এক্সপোর্ট/ তামান্না/ পুনঃসুচী/২০১০-১১এর মাধ্যমে ডাউনপেমেন্ট আদায় ব্যতিরেকে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করা হয়, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩-০১-২০০৩ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর-১ এর পরিপন্থী।
- ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে ২,০৯,৪২,৭০৭ টাকার মালামাল বিক্রয় করা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- রপ্তানী এলসি নম্বর-৩১৫০১১৫০১০১ ২৬ - এস- ৩,৪৯,৭০০টাকা ,তারিখ ১৩-০৭-২০০৯ খ্রিঃ এর বিপরীতে ১,৭৯,৭৫০ মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। ২৫-০৬-২০০৯ খ্রিঃ ও ২৯-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৭ টি ডিমান্ড লোন সৃষ্টির পর ও পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়।
- ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানি বাবদ পিএডি দায় ডকুমেন্টেশন ছাড়করণের সময়ই আদায় নিশ্চিত না হয়ে মালামাল ছাড় করানো হয়। ফলে এলটিআর ঋণের ৩,৩২,৯৫,০০৮ টাকা অনাদায়ী হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ডিমান্ডলোনের ও এলটিআর লোনের দায়বাবদ ৩১-১২-২০১১ পর্যন্ত মোট ৩,৯৪,৫৯,০৭৫+ ৩৩২৯৫,০০৮ = ৭,২৭,৫৪,০৮৩ টাকা অনাদায় রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের বাবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে ও অনিয়মিত দায় আদায়ের লক্ষ্যেই নতুনভাবে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়। আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্যে ঋণের দায় আদায় দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়ার ফলে পুনঃতফসিলিকরণের মাধামে গ্রাহককে রপ্তানী ব্যবসার সুযোগ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- এলটিআর ও পিএডি (ক্যাশ) সৃষ্টির দীর্ঘ দিন পর ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৯।

শিরোনাম ঃ রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও বারবার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও সিসি (হাঃ)ঋণ প্রদানের সুযোগ প্রদান এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে মালিকানা পরিবর্তন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৩,৭৪,২৮,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে এসএমই ডিপার্টমেন্ট এর ঋণ মঞ্জুরী ও পুনঃতফসিল সংক্রান্ত ঋণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও বারবার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও সিসি (হাঃ)ঋণ প্রদানের সুযোগ প্রদান এবং পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে মালিকানা পরিবর্তন করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৩,৭৪,২৮,০০০ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ধ" তে দেখানো হলো)।
- জনতা ব্যাংক ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকার গ্রাহক মেসার্স ট্রপিক্যাল নীটেকস্ লিঃ কে রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস লিঃ স্থাপনের জন্য ২৩-০৯-১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ৫৯০তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে ৫,২২,০০,০০০ টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় । ঋণ গ্রহীতা রপ্তানী ব্যবসা পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় মালিকানা পরিবর্তন করার প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের ২২-০২-২০১০ তারিখের পত্র নং সিসিডি-২ ট্রপিক্যাল নীটেক্স /এলআরসি /১০ এর মাধ্যমে ৯৩,০৮,০০০ টাকা ডাউন পেমেন্ট নগদে আদায় ব্যতিরেকে ডিমান্ড লোনের আসল টাকা সুদবিহীন হিসাবে ব্লক ও সিসি (হাঃ)ও প্রকল্প ঋণের দায় ব্লক ঋণে পরিণত করে পুনরায় সিসি(হাঃ) ঋণসহ ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনে সুবিধা প্রদান করা হয় ।
- ঋণের অনাদায়ী টাকার প্রথম কিস্তি জুন/২০১১ মাস হতে পরিশোধের শর্তে ৩০-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদ নবায়ন করা হয় । কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ডিসেম্বর/২০১১ পর্যন্ত ০২টি কিস্তির ৭,৬৬,০৪,০০০ টাকার মধ্যে কোন টাকাই পরিশোধ করেনি । ঋণ হিসাবসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হলেও কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করতঃ ঋণ হিসাব নিয়মিত রাখা হয়েছে, যা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।
- ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা ও ডাউনপেমেন্ট আদায় না হওয়া সত্ত্বেও সিসি(হাঃ) ঋণের মেয়াদ ৩০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের ০৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বোর্ড/লেটার/১০২৮/২০১১ এর মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে । একদিকে খেলাপী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে অপর দিকে ঋণ হিসাব নিয়মিত রেখে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ দিয়ে আরও দায় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে ব্যাংকের ৮৩,৭৪,২৮,০০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- পুনঃতফসিলকৃত পিএডি ঋণের ১৯.৬০ কোটি টাকা আসল টাকা সুদবিহীন ব্লক ঋণ হিসেবে পরিণত করায় ০১-০১-২০১০ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদ বাবদ ৫,৮৪,০৪,০০০ টাকা ব্যাংক আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে । ব্যাংকের মূল টাকা আমানত হিসেবে তহবিল ব্যয়ের শতকরা ব্যয় হয় ৮.৫০%। অথচ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সুদবিহীন হিসেবে ১৯,৬০,০০,০০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।।
- বারবার রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান করায় পুনরায় ২১,৩৬,০০,০০০ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাহকের ১০.০০ লক্ষ মাঃ ডঃ এর নোশনাল লিমিটেড এর বিপরীতে (১৯.৬০+২১.৩৬) বা ৪০,৯৬,০০,০০০ টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের বিপরীতে স্টকলটকৃত মালামালের মজুদ হিসাব প্রধান কার্যালয় কর্তৃক তদন্ত করা হয়নি। তাছাড়া ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ব্যাংকের উক্ত টাকা সম্পূর্ণ আদায় অনিশ্চিত।
- শাখা কতৃক লিমিট অতিরিক্ত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ও নিয়মিত তদারকিকরণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে পোষাক শিল্পের রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট স্টকলটকৃত মালামাল রপ্তানীর নিমিত্তে ডাউন পেমেন্ট আদায় ব্যাতিরেকে পুনঃতফসিলকরণ করা হয়। ব্যাংকের টাকা আদায়ের জন্য জোর চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বারবার রপ্তানী ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন এবং সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের মালামাল স্টকে না থাকার পরও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।০৭-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মন্ডল গ্রুপের নিকট কোম্পানীর দায় এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরের অনুমোদন পর্ষদ কর্তৃক প্রদান করায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু মূল আপত্তির আলোকে জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২০।

শিরোনাম ঃ বন্ধ, রুগ্ন ও অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণসহ ঋণ প্রদান এবং ওভারডিউ দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া এবং নিয়মিত তদারকি না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬২,৫৫,১৮,৩৩৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের ২০১০ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ঋণ মঞ্জুরীর ও ঋণ অধিগ্রহণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বন্ধ, রুগ্ন ও অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণসহ ঋণ প্রদান এবং ওভারডিউ দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া এবং নিয়মিত তদারকি না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৬২,৫৫,১৮,৩৩৬ টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ন" তে দেখানো হলো)।
- বরিশাল কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স রেফকো ল্যাবরেটরিজ লিঃ এর প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড ও ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর ঋণের দায় বাবদ ৩৭ কোটি টাকা ব্যাংকের ৩০.০৫.২০১০খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের ১৪৩তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অধিগ্রহণ করা হয়।
- প্রধান কার্যালয়ের কর্পোরেট কাস্টমার ডিপার্টমেন্টের ১০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-জেবি/এইচও/সিসিডি-১/রেফকো/ল্যাবরেটরিজ লিঃ/২০১০/২৯৪ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৩৭ কোটি টাকা ২৮-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ২০১৭ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে এবং সিসি হাইপোঃ ঋণ ৩১-০৫-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে ২০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- ঋণ গ্রহীতা ৩১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণের ৫টি কিস্তির মধ্যে ৩টি কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে সিসি হাইপোঃ ঋণ হিসাবে ৩১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৫,৬০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে। সিসি হাইপোঃ ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় ৩১-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২,৫৯,২৮,৩৩৬ টাকা লিমিট অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে সিসি (হাইপো) ঋণের মেয়াদ ৩০-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- শাখা ব্যবস্থাপকের ১২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ২০০৭ সাল হতে বন্ধ থাকায় রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয় এবং ব্যাংকের দায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়। জনতা ব্যাংক আলোচ্য বন্ধ, রুগ্ন ও শ্রেণীকৃত ঋণের দায় অধিগ্রহণ করে ব্যাংকের ৬২,৫৫,১৮,৩৩৬ টাকা অলাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।
- বন্ধ, অলাভজনক ও শ্রেণীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা ব্যাংকের মূল লক্ষ্য নয়। কাজেই আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে বিপুল অংকের টাকা বিনিয়োগ করা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্পটি ঋণ মঞ্জুরির পর বাণিজ্যিক উৎপাদন পরিচালনা করে আসছে এবং মার্চ,২০১২ সাল পর্যন্ত ৫.৬০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। সিসি হাইপো ঋণের মেয়াদ রয়েছে। ঔষধ বিক্রির টাকা সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে জমা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করা বিধিসম্মত নয়। তাছাড়া ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা ও সিসি হাইপো ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় আদায়ের কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।০৭-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। নিরীক্ষা আপত্তির জবাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে, সময়মত কিস্তি পরিশোধ এবং সিসি (হাঃ) ঋণ হিসাবে নিয়মিত লেনদেন না করায় ৪২.৮৯৩২ কোটি টাকা ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত ও সিসি (হাঃ) হিসাবে ২৫.৪৪৫২ কোটি টাকা সন্দেহজনক হিসাবে এবং এলটিআরখাতে ২.১৩৩০ কোটি টাকা নিম্নমান হিসাবে শ্রেণীকৃত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রতিষ্ঠানটি রুগ্ন ও অলাভজনক। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করা বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ঋণের টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-২১।

শিরোনাম : মেসার্স ওয়ান ডেনিমস মিলস লিঃ এর কনসোর্টিয়ামভুক্ত ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত না করেই আমদানি এলসি স্থাপন এবং পুনঃতফসিলের পরও প্রকল্প ও পিএডি ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৫,০৮,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আইসিডি ডিপার্টমেন্ট এর ঋণ মঞ্জুরী ও পুনঃতফসিলিকরণ ঋণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স ওয়ান ডেনিমস মিলস লিঃ এর কনসোর্টিয়ামভুক্ত ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত না করেই আমদানি এলসি স্থাপন এবং পুনঃতফসিলের পরও প্রকল্প ও পিএডি ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪৫,০৮,০০,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "প" তে দেখানো হলো)।
- জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকার গ্রাহক মেসার্স ওয়ান ডেনিমস মিলস লিঃ কে কনসোর্টিয়াম ব্যবস্থার আওতায় ডেনিম কাপড় উৎপাদন ও রপ্তানীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ০৯-০৭-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং এমএআর/আইসিডি/এইচও/ওয়ান ডেনিম/সেনশন লেটার /০৬/০৫এর মাধ্যমে ০৭টি ব্যাংক সমন্বয়ে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৭০৯১.৫১ লক্ষ টাকা ৭ বৎসর মেয়াদে ৬০ঃ৪০ মার্জিনে ঋণ মঞ্জুর করা হয় । জনতা ব্যাংক লিড ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ ৮ কোটি টাকা এবং বিতরণকৃত ঋণ ৬৮৪.২০ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ৭৫.১৮ কোটি টাকার এলসি স্থাপন করা হয় । ঋণ গ্রহীতার ইকুইটি বাবদ ৬.৪৩ কোটি টাকা ও কনসোর্টিয়ামভুক্ত ব্যাংকের নিকট হতে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা না পাওয়ায় মোট ২০.১৯ কোটি টাকার পিএডি দায় সৃষ্টি হয়। ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধের তারিখ: ৩১-০৮-২০০৮ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ৩০-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
- পিএডি ঋণের দায় এর উপর ১.২৮ কোটি টাকা ডাউন পেমেন্ট আদায় ব্যতিরেকে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং জেবি /প্রকা/আইসিডি/কন-ওয়ান ডেনিম/০৮এর মাধ্যমে জুন /০৯মাস হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধসহ ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ প্রদান করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা পিএডি ঋণের দায় ও প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি।
- পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং জেবি/এইচও/আইসিডি/ওয়ান ডেনিম/২০১০এর মাধ্যমে প্রকল্প ও পিএডি ঋণের দায় ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ হতে পরিশোধের শর্তে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণের মেয়াদ ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পুনঃ তফসিলের পরও ঋণের নিয়মিত কিস্তির কোন টাকাই পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবদ্বয় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। ফলে ঋণ বাবদ ব্যাংকের ক্ষতি ৪৫,০৮,০০,০০০ টাকা।
- গ্রাহকের ঋণের ইকুইটির টাকা ও কনসোর্টিয়ামভুক্ত ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা লিড ব্যাংকের হিসাবে জমা না হওয়া সত্ত্বেও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য নিয়ম বর্হিভূতভাবে এলসি স্থাপন করা হয়েছে। মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের টাকা না পাওয়ায় অনিয়মিত পিএডি দায়ের সৃষ্টি হয়েছে ।
- ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রধান কার্যালয় হতে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্প উদ্যোক্তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দায় শ্রেনীকৃত থাকায় রপ্তানী এলসির বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুবিধা প্রদান করা হয়নি । ফলে গ্রাহক প্রকল্প পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। খেলাপি ঋণের দায় আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- কনসোর্টিয়ামভূক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত না করেই ও ঋণ গ্রহীতার ইকুইটির সম্পূর্ণ টাকা আদায় না করে যন্ত্রপাতি আমদানির এলসি স্থাপন করা আইনসম্মত হয়নি। ঋণ বিতরণের দীর্ঘদিন পরও উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং ঋণের দায় আদায় না হওয়ার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করাও গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গন্য ।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।০৭-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে প্রকল্পটির ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের দায় আদায়ে উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র দেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২২।

শিরোনামঃ অন্য ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও মেসার্স এইস এস ফ্যাশনকে রপ্তানী সুযোগ প্রদান, লিমিট অতিরিক্ত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও ডিমান্ড লোনের মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮,৩৪,৫৫,২৮২ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-০১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ফরেনট্রেড ডিভিশনের ঋণ মঞ্জুরী ও পুনঃতফসিলিকরণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অন্য ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও মেসার্স এইস এস ফ্যাশনকে রপ্তানী সুযোগ প্রদান, লিমিট অতিরিক্ত ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও ডিমান্ড লোনের মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৮,৩৪,৫৫,২৮২ টাকা।
- দিলকুশা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স এইস এস ফ্যাশন লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ২৯-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-এজিএম/এফটিডি/এইচএস/দিলকুশা/ নোশনাল লিঃ নবায়ন/১০/০৯ এর মাধ্যমে ২০.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের জন্য শাখাকে নোশনাল লিমিট প্রদান করা হয়। কিন্তু শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ২৩,৬২,৬৭১.৭৪ মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশী টাকার ১৭,৪৮,৩৭,৭০৯ টাকার সমমানের ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ফ" তে দেখানো হলো)।
- গ্রাহক মালামাল রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় ও মালামাল রপ্তানী না করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা বা ঘাটতি সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ১৮,৩৪,৫৫,২৮২টাকা আদায় অনিশ্চিত ।
- ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান ও উহার সহযোগী হুমাইরা নীট ওয়ার এর নামে সোনালী ব্যাংক লিঃ, নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখায় ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৬.৩০ কোটি টাকা খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শাখা ও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ভালভাবে যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় উক্ত টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- শাখা কতৃক পরিদর্শন রিপোর্ট অনুসারে ৭.৬০ কোটি টাকা মালামাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের জন্য মামলা দায়ের না করে ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্টের ১০-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং এফটিডি/দিলকুশা কঃশা/এইস এস ফ্যশন/পুরঃতফসিল/১১/০৪ এর মাধ্যমে ১৬.৭১ কোটি টাকা তিন বছর মেয়াদে মার্চ /২০১২ হতে আদায়যোগ্য করে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের বিআরডিবি সার্কুলার নং -১ এর ২.১ ধারার পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য খারাপের কারণে খেলাপী ঋণ গ্রহীতার ঋণের দায় পুনঃতফসিল না করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত পুনঃতফসিল আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার ইসিসি ঋণ বাবদ ১.০০ কোটি টাকা রপ্তানী আয় দ্বারা ঋণের দায় সমন্বয় না করার পরও ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে নবায়ন করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য। রপ্তানী আয় দ্বারা ঋণের দায় সমন্বয় না করায় ২০১০ ও ২০১১ সনে ১৫% এর স্থলে ৮% হারে সুদ আরোপ করায় সুদ বাবদ ৫,৯৬,০০৪ টাকা কম আরোপ করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- রপ্তানী এলসির শিপমেন্টের তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও মালামাল জাহাজীকরণে কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ ডিমান্ড লোনের দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা মার্চ/২০১২ মাসের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি অনুমোদনের সময় সোনালী ব্যাংক.লিঃ, নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখা হতে ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সিআইবি গ্রহণপূর্বক ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে। তৈরী পণ্য রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে উক্ত ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি হয়েছে। ঋণের অনাদায়ী পরিশোধের জন্য তিন বছর মেয়াদে পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়েছে। পরিশোধে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ২০১০ ও ২০১১ সালের সিআইবি সংগ্রহ করা হয়নি এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা হতে ঋণের সনদ গ্রহণ করা হয়নি। এ ছাড়াও মালামাল ঘাটতি থাকায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল নিয়ম বহির্ভূত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- লিমিট অতিরিক্ত রপ্তানী এলসি স্থাপনের পরিশোধের সাথে জড়িত দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণের অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-২৩।

শিরোনামঃ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যাংকের প্রভিশন বা আয়খাতে ডেবিট সত্ত্বেও জামানত সমৃদ্ধ লোনের সুদ মওকুফ এবং সুদ মওকুফ কার্যকর না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২১,৫৮,৯৫,৬৪৪ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এর ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-১-২০১২খ্রিঃ হতে ১৭-৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এন্ড ইউজ জেনারেল ডিপার্টমেন্টের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যাংকের প্রভিশন বা আয়খাতে ডেবিট সত্ত্বেও জামানত সমৃদ্ধ লোনের সুদ মওকুফ এবং সুদ মওকুফ কার্যকর না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২১,৫৮,৯৫,৬৪৪ টাকা।
- জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স ঢাকা হ্যাচারী লিঃ কে পোল্ট্রি শিল্প স্থাপনের জন্য ০২.১২.৯৮ তারিখে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৮,৩০,২১,৮২৭ টাকা বিতরণ করা হয়। পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত এবং ঋণের মেয়াদ ছিল ৩১.১২.২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। ঋণের লেজার বকেয়া বাবদ ২১,০৪,২৪,৫৫৪ টাকা আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু ব্যাংকের প্রভিশন হিসাব বা আয়খাত ডেবিট করে ৫,৯৪,৭৯,৫০২ টাকা সুদ মওকুফ করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ব" তে দেখানো হলো)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯.০৬.২০০৬খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর অম/অবি/ব্যাংকিং প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১/২০৭ অনুসারে ব্যাংকের Income Account ও কস্ট অব ফান্ড কভার করে সুদ মওকুফ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে একই মন্ত্রণালয়ের ১২.০২.০৮ তারিখের পত্র নম্বর ৬৭ এর মাধ্যমে কস্ট অব ফান্ড শিথিল করা হলেও ব্যাংকের আয়খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফের নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।
- ব্যাংকের কোম্পানী এ্যাফেয়ারস ডিপার্টমেন্টের ২৩.১১.২০১১ তারিখের পত্র নম্বর বোর্ড/লেটার/১৭৭৭/২০১১ এর মাধ্যমে মেয়াদ পূর্ব আরোপিত সুদের ১১,০৪,২৪,৫৫৪ টাকা ও অনারোপিত সুদের ১০০% বাবদ ৫৪,৭১,০৯০ টাকাসহ মোট ১১,৫৮,৯৫,৬৪৪ টাকা সুদ মওকুফ করা হয়। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য ।
- ঋণ হিসাবটি নিয়মিত থাকায় আরোপিত ও অনারোপিত সুদ মওকুফ করা ব্যাংকের সুদ মওকুফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- ঋণের পাওনা ২১,৫৮,৯৫,৬৪৪ টাকার বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ২৮.০৬.০৮ তারিখের মূল্যায়ন করা হয়েছে ২৬.১৫ কোটি টাকা। দায়ের চেয়ে জামানত বেশি থাকায় কোন অবস্থাতেই ব্যাংকের প্রভিশন হিসাব ডেবিট করে সুদ মওকুফ করা আইনসম্মত নহে।
- নিয়ম বহির্ভূত সুদ মওকুফ আদেশ কার্যকর না হওয়ার পরও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা ঋণ গ্রহীতাকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের শামিল।
- ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ২১,৫৮,৯৫,৬৪৪ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা সুদ মওকুফ আদেশের শর্তাবলী অনুযায়ী মওকুফকৃত টাকার কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সুদ মওকুফ আদেশ কার্যকর হয়নি। মামলার মাধ্যমে ঋণের দায় আদায় সম্ভব নয় বিধায় সুদ মওকুফের মাধ্যমে আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়পূর্বক ঋণের দায় আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ব্যাংকের আয়খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফ করা সুদ মওকুফ নীতিমালার পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।০৭-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, হাল নাগাদ সুদসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের নিমিত্তে গ্রাহককে চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং উকিল নোটিশ প্রদানের জন্য নথির তথ্যাদি ব্যাংকের প্যানেল এডভোকেটের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৪ ।

শিরোনামঃ পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এবং পুনঃতফসিলির পরও রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬,২২,৯৪,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর এসএমই বিভাগের ২০১০ ও ২০১১ সালের হিসাব ২২-১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭-৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণ বিভাগ-১ ঋণ মঞ্জুরী ও পুনঃতফসিল সংক্রান্ত ঋণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় এবং পুনঃতফসিলির পরও রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ২৬,২২,৯৪,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ভ" তে দেখানো হলো)।

(ক) কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট শাখা,ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স ইয়াসনা গার্মেন্টস এন্ড নিট ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের ০৭/১২/২০০৬ তারিখের পত্র নং এসএমইডি কামাল আতাতুর্ক/ইয়াসনা গার্মেন্টস/প্রব/০২/০৬এর মাধ্যমে রপ্তানীমুখী নিট গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের জন্য ২৬৭.৪৩ লক্ষ টাকার প্রকল্প ঋণ ০৭ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ০১/১০/২০০৭ তারিখের পত্র নম্বর এসএমইডি/কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ কর্পোরেট শাখা/ইয়াসনা/এনএ/০৭/৬৮এর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয়ের ৭২৪.৪৯ লক্ষ টাকার ৫০.৫০ অনুপাতে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৩৬২.২৫ লক্ষ টাকা ১১/০১/২০০৯ তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে ১১/০৭/২০১৪ মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করা হয় ।

- ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ও পুনঃ তফসিলির পরও ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এবং রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ডলোনের টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের ৯৫৮,৯০.লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন ।
- প্রধান কার্যালয়ের সিসিডি-২ বিভাগের ১২/০৫/২০১০ তারিখের পত্র নম্বর সিসিডি-২ ইয়াসনা/প্রকল্প ঋণ/আক্তার/২০১০/১৫ এর মাধ্যমে ডাউন পেমেন্ট আদায় ব্যতিরেকে ঋণের কিস্তি পশিোধের তারিখ ৩০/১২/২০০০ এর পরিবর্তে সেপ্টেম্বর /২০১০ নির্ধারণ করা হয় কিন্তু ঋণগ্রহীতা ৩০/১২/১১ তারিখ পর্যন্ত ঋণের ৩টি কিস্তির একটি কিস্তির টাকাও পরিশোধ করেনি। উপরোক্ত তৈরী পোষাক রপ্তানী ব্যর্থতাজনিত কারণে ১৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় বাবদ ৩,৫৪,৫৭,০০০ টাকা ঋণ গ্রহীতা পরিশোধ করেনি ও প্রকল্প ঋণের ৫৫০.৩৬ লক্ষ টাকা অনাদায়।
- রপ্তানী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিতরণকৃত পিসি ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সিসি ঋণের ৫৩,৯৭,১০৯ টাকা শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে ।
- সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও পিসি ঋণের দায় বাবদ (৩,৫৪,৫৭,২২০+৫৩,৯৭,১০৯/) বা ৪০৮.৫৪ লক্ষ টাকার নিয়মিত সময় কালের অর্থাৎ প্রথম ৬ মাসের সুদ বাবদ ২৬.৫৫ লক্ষ টাকা সুদ ঋণ হিসাবে আরোপ করে আয়খাতে নেওয়া হয়নি , যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩/০৬/২০০৬ তারিখের BRPD (Banking Regulation Police Department) সার্কুলার নম্বর -৫ এর পরিপন্থী।
- ডিমান্ড লোনের দায়ের বিপরীতে স্টকলটকৃত মালামালের মজুদ হিসাব প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কোন তদন্ত করা হয়নি।
- ব্যাংকের (৫৫০.৩৬+৪০৮.৫৪) = ৯৫৮.৯০ লক্ষ টাকা দায়ের বিপরীতে জামানত আছে মাত্র ৫৪২.৬৮ লক্ষ টাকা দায়ের বিপরীতে সম্পদ কম থাকায় বা পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ব্যাংকের উক্ত টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

(খ) দিলকুশা কর্পোরেট শাখা ঢাকার গ্রাহক মেসার্স ঢাকা টেলিফোন কোম্পানী লিঃ কে সিন্ডিকেশন অর্থ ব্যবস্থাপনার আওতায় ০৪-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের ৯০০তম সভার সিদ্ধান্তে আলোকে টেলিফোন ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১২ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ২৮-১২-২০০৬ খ্রিঃতারিখে ১০,৫৪,৫৯,০০০ টাকা ঋণ বিরতণ করা হয় এবং ঋণের মেয়াদ প্রদান করা হয় ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।

- প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে কোন স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক নেওয়া হয়নি, যা ব্যাংকের ঋণ প্রদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- সিন্ডিকেশনের আওতায় ঋণ প্রদান করা হলেও ঋণের দায় আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত সহজামানত না থাকলে সেক্ষেত্রে ঋণ প্রদান বা মঞ্জুরী প্রদান করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থের পরিপন্থী।

- সংশ্লিষ্ট গ্রাহক অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা পরিচালনার প্রেক্ষিতে বিটিআরসি তাদের টেলিফোন ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল করায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবং কোন ক্যাশ ফ্লো না থাকার পরও প্রধান কার্যালয়ের ১৫-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর জেবিএল/সিসিডি-১/ঢাকা টেলিফোন/২০১০/১৪১ এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ দুই বৎসর বৃদ্ধি করতঃ মাসিক ৩০,১৫,০০,০০০ টাঁকা ০১-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে মাসিক কিস্তিতে ৬০ মাসে পরিশোধের শর্তে পুনঃ তফসিলি করা হয় । ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২ টি কিস্তির টাকা আদায়যোগ্য হলেও মাত্র ১ টি কিস্তির সমপরিমাণ টাকা গ্রাহক পরিশোধ করেছে । ফলে ঋণ হিসাবটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে ফলে ব্যাংকের ১৬,৬৪,০৪,০০০ টাকা আদায় অনিশ্চিত ।
- পুনঃতফসিলির পর ঋণ হিসাবে ৩১,৭১,০০০ টাকা আদায় হয়েছে। অথচ শাখা কর্তৃক ০১-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২,০০,০০,০০০ টাকা আয় খাতে নেওয়া হয়েছে। পুনঃতফসিলির পর সুদ বাবদ (২,০০,০৩,০০০- ৩১,৭১,০০০) বা ১,৬৮,৩২,০০০ টাকা সুদ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আয় খাতে নেয়া হয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৫-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নম্বর -৫ এর পরিপন্থী।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত আদেশ অনুসারে পুনঃতফসিলিকৃত ঋণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সুদ আদায় হবে ঠিক আদায়কৃত অংশই আয় খাতে নেয়া যাবে অবশিষ্ট সুদ আয় খাতে নেয়া যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১,৬৮,৩২,০০০ টাকা সুদ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ম বর্হিভূতভাবে শাখার লাভ দেখানো হয়েছে, যা বিধিসম্মত নয়।
- গ্রাহকদ্বয়ের ঋণহিসাব সমূহে ৩১-১২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯৫৮.৯০+ ১৬৬৪.০৪= ২৬২২.৯৪ লক্ষ টাকা অনাদায় রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়সহ ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। (খ) আলোচ্য প্রকল্পটি একটি টেলিকমিউনিকেশনভিত্তিক প্রকল্প বিধায় কোন প্রকল্প ভূমি না থাকায় তা'বন্ধক নেওয়া সম্ভব হয়নি তবে যন্ত্রপাতি ও সকল প্রকার পরিসম্পদের চার্জ করা আছে। আলোচ্য টেলিফোন কোম্পানিটির কার্যক্রম বিটিআরসি বন্ধ করে দেওয়ায় ঋণের দায় পরিশোধের জন্য সমন নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- (ক) ডিমান্ড লোনের স্টকলটকৃত মালামাল কি অবস্থায় আছে তা উক্ত মালামাল রপ্তানীর মাধ্যমে দায় সমন্বয়ের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (খ) কারণ অনুমোদিত ঋণ সীমার বিপরীতে পর্যাপ্ত সহজামানত ও যন্ত্রপাতিসহ রেজিষ্টার্ড সম্পত্তি বন্ধক নেয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু সহজামানত ব্যতীত ঋণ বিতরণ করা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৬-২০১২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০১-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৪-১০-২০১২ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।০৭-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বকেয়া ঋণের অর্থ আদায়ের নিমিত্ত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুচ্ছেদ-০১ ।

শিরোনামঃ জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে যথাক্রমে ৩০/০৯/২০০৯খ্রিঃ ও ৫/১০/২০১০খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ২৫/০৪/২০১০খ্রিঃ ও ২১/০৪/২০১১খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২০০৯ ও ২০১০ সালের হিসাব যথাক্রমে ০১-১১-২০০৯ এবং ০৩-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়ন এর পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত আর্থিক পর্যালোচনা হতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'ম'** এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ ও ২০১০ সালে লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১টি ও ৬টি। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরদ্বয়ে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১১.২২% ও ২৯.৪৫% এবং মোট আমানতের যথাক্রমে ৬৭.৫৮% ও ৭৮.৭৮% ঋণ ও অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকটির লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অলাভজনক শাখার সংখ্যা হ্রাসের ধারা অব্যাহত রেখে সুচিন্তিত নীতি নির্ধারণপূর্বক মোট আমানতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক প্রণীত Profit & Loss Account পর্যালোচনা করে আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'ম-১'** এ দেয়া হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০০৮ সালের তুলনায় আলোচ্য বছরদ্বয়ে প্রতিষ্ঠানটির আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৫.২৯% ও ৪৬.৭৫%, ২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ ও ২০১০ সালে ব্যয় যথাক্রমে ১১.৮১% ও ৩৩.৭৯% বৃদ্ধি পেলেও আয়ের তুলনায় ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মোট লাভ বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ২২.২১% ও ৭২.৫১%। লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ লাভজনক খাতে আরো বিনিয়োগ বাড়িয়ে সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতিমালা অনুসরণ করে নিট লাভ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

- প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ও অগ্রিম এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'ম-২'** দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০০৮ সালের তুলনায় আলোচ্য সালদ্বয়ে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৪.৯৯% ও ৫৬.০২%। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫১% ও ২৮.৪৪%। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০০৯ সালে নিম্নমান ঋণ ২.৫৫% বৃদ্ধি পেলেও ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে ৬৪.৫৬%। সন্দেহজনক এবং মন্দ ঋণ ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১৬.৫৭% ও ১৯.৬৭% এবং ২২.২৩% ও ২৩.৮৭%। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১০ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ১১.২১% যা মোট ঋণের মাত্র ২.৪৬%। ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুসারে ঋণের টাকা আদায়/পরিশোধ না হয়ে কুঋণ/সন্দেহজনক ঋণে পরিণত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিক তদারকির মাধ্যমে ঋণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- ৩১-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে সুদ সাসপেন্স খাতে জমার পরিমাণ ২৮৪.৩৪ কোটি টাকা যা ব্যাংকের আর্থিক স্বার্থের পরিপন্থী। সত্বর উক্ত টাকা সমন্বয় করা প্রয়োজন।

- ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে মূলধন ঘাটতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮১.০৫ মিলিয়ন টাকা। মূলতঃ অতিরিক্ত মূলধন ঘাটতি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার নেতিবাচক পরিচয় বহন করে। মূলধন ঘাটতি থেকে প্রতিষ্ঠানটির বেরিয়ে আসা প্রয়োজন।

- ৩১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে স্থিতি পত্রে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ নিকট ১৪.৮৫ কোটি টাকা পাওনা দেখানো হয়েছে। মেয়াদ শেষ হলেও অদ্যাবধি উক্ত টাকা আদায় করা হয়নি। সুদসহ সমুদয় আমানতের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- ১৯৭৬-২০০৯ পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মোট ৫৪২ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০৬টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৩৬টি অনুচ্ছেদ অমীমাংসিত রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট 'ম-৩'** এ দেখানো হলো।

- প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা ও সম্পদ - পরিসম্পদ এর বিবরণ **পরিশিষ্ট 'ম-৪'** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ব্যাংকটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৬৯১৯কম/এ-৮০০ বই, ২০১৪।